শিক্ষা-কৌমুদী।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বি এম্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র
দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮।

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

এখন যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও নীতির বীজ বপন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি সকল ও শাসনকর্ত্তৃগণ এ বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর বালকবালিকা-দিগকে সন্নীতিশালী করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে নীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করিতে বলিতেছেন, এবং তদনুসারে নীতিবিষয়ক অনেকানেক পুস্তক প্রণীতও হইতেছে। কিন্তু শুদ্ধ নীতি অত্যন্ত নীরস। ইহার সহিত ঈশ্বরপরায়ণতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে যথাসাধ্য ঐ উভয় বিষয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, অন্য দুই একটী প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে বালকগণ যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, তেমনই পরমেশ্বরের মহতী কীর্ত্তি, অপূর্ব্ব জ্ঞানকৌশল, ও অপার করুণার বিষয়ও কিছু কিছু উপলব্ধি করিবে।

জালালপুর
জেলা ২৪শ পরগণা,
১লা মাঘ ১২৯৮।

নিবেদক
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বসু।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
১। জনক ও জননী	...	...	১
২। গুল ও বাহার	...	...	৭
৩। পাপবুদ্ধি ও পুণ্যবুদ্ধি	...	...	১৩
৪। জন্ হাউয়ার্ড	...	...	২০
৫। মৃত্তিকাভোজী মনুষ্য	...	...	২৬
৬। সাধুতার পুরস্কার (১)	...	...	২৯
৭। সাধুতার পুরস্কার (২)	...	...	৩৬
৮। সক্রেটিস্	...	...	৪৬
৯। উল্কাপাত	...	...	৫৫
১০। দুইখানি ছবি	...	...	৫৯
১১। আত্ম-মর্য্যাদা	...	...	৬৩
১২। পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাস ও বৃদ্ধি		...	৬৫
১৩। ইউবার্টো	...	...	৭৩
১৪। শ্রমশীলতা	...	...	৭৮
১৫। একটী অদ্ভুত গল্প	...	...	৮৫
১৬। শিষ্টাচার	...	...	৯৩
১৭। রেগুলাস্	...	...	৯৬
১৮। ঈশ্বরের দয়া	...	...	১০৩

শিক্ষা-কৌমুদী।

জনক ও জননী।

পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের জননীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। অপরাপর বস্তুনিচয়ের জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্ষ, কিন্তু ভগবানের অপূর্ব্ব কৃপা বলে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর জননীজ্ঞান জন্মে। মাতার স্তন্য যে তাহার একমাত্র জীবনোপায়, তাহা শিশুকে বলিয়া দিতে হয় না। সে ক্রন্দন করিলে, জননী ব্যতিরেকে কেহই শান্ত করিতে পারে না। সে তাঁহার মুখ দেখিলে আনন্দে হাস্য করে, আর বিরহে রোদন করে। জননী শিশুর সর্ব্বস্ব, এজন্য তিনি প্রহার করিলেও সে মা মা বলিয়াই রোদন করিয়া থাকে। তাহার ন্যায় মাতৃগত প্রাণ আর কে?

সন্তান কুৎসিত হইলেও জননীর ভালবাসার অনুমাত্র তারতম্য হয় না। এক স্ত্রীলোকের একটী পুত্র আজন্ম মূক, বধির ও চলচ্ছক্তি বিহীন ছিল। সেই রমণী এরূপ অকর্ম্মণ্য পুত্রের প্রতিও সমধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেন। জননীর হৃদয় অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ। সন্তান যতদিন স্তন্যপায়ী থাকে, ততদিন তিনি তাহারই শরীরের পুষ্টিসাধক খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার সুখ-কামনায় তিনি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ-

তার প্রতিও যত্ন করেন না। পৃথিবীতে জননীর ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে ভাল বাসিতে আর কেহই পারে না। এক মহাধনী ব্যক্তির একটী মাত্র পুত্র ছিল। ঐ ধনী এবং তাঁহার পত্নী বাল্যকালে অত্যন্ত আদর দিয়া ঐ একমাত্র পুত্রকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। সে বিদ্যাভ্যাসে আদৌ মনোযোগ দিত না; এমন কি, পরিণামে বিষয় বিভব রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষাও লাভ করিল না। ক্রমে যৌবন কাল উপস্থিত হইল। তখন সে দুষ্ক্রিয়াসক্ত যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ পাপপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ ধনীর সন্তান সর্ব্বদা নানাবিধ কুৎসিত আমোদে রত থাকিত, এবং প্রতিবেশিমণ্ডলীর উপর অত্যাচার করিত। তাহার পিতা মাতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত যুবক কিছুতেই তাঁহাদের কথা শুনিল না। ইহার পর তাঁহারা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়াও দেখিলেন, কোন ফল পাইলেন না। সে দিন দিন পাপসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। আর তাহার হতভাগ্য জনকজননী নিরন্তর অশ্রুপাতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ঐ ধনীর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিমণ্ডলী যুবকের অত্যাচারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল "তোমার পুত্রের জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি। তুমি ওরূপ পুত্রকে ত্যাগ কর। সে কুলের কলঙ্ক, গৃহের ও গ্রামের কণ্টক, তাহাকে আর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিও না। উহাকে তোমার সমস্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত কর।" ধনী পুত্রকে এই সংবাদ দিলেন, এবং বলিলেন "এখনও যদি তুমি সাবধান না হও, তবে তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।"

কিন্তু সেই দুরাচারের ইহাতেও চৈতন্য হইল না। পরিশেষে কুটুম্বগণ একবাক্যে বলিলেন যে, সেই দুর্বৃত্ত পুত্রকে ত্যাগ না করিলে তাঁহারা তাহার পিতা মাতাকে সমাজচ্যুত করিবেন। এবার সমাজের অনুরোধে ধনী তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

বর্জ্জনের দিন আসিল, আত্মীয়গণও সমবেত হইলেন। ধনী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল আত্মীয়গণের ভয়ে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিতে বসিলেন। বর্জ্জনপত্র লেখা হইলে যখন আত্মীয়বর্গ তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়াইয়া যুবকের অনুসন্ধানে গেল। সে তখন আর এক বাড়ীতে সঙ্গীদিগের সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় রত ছিল। লোকটী বলিল "ওহে তুমি বসিয়া খেলা করিতেছ! ওদিকে তোমার সর্ব্বনাশ হইতেছে যে!" যুবক অবিকৃত ভাবে বলিল "কেন, কি হইয়াছে? ব্যাপারটা কি?" সে বলিল "এখন বলিতেছ ব্যাপারটা কি? তোমার পিতা কুটুম্বগণের অনুরোধে তোমাকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। এখন সেই সমস্ত লেখা পড়া হইতেছে।" যুবক একটু হাস্য করিয়া বলিল "এই কথা! ইহার জন্য তুমি এত হাঁফাইয়া আসিয়াছ! সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না, আমি আমার পথ দেখিয়া লইব। পিতার সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া সে আবার খেলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল "তোমরা একটু বস; আমাকে ত সমস্ত ধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে, এই বেলা ভয় দেখাইয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া আনি" এই বলিয়া একখান তরবারি গ্রহণ করতঃ সে বাটীরদিকে যাত্রা করিল এবং বাটী আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া কে

কি বলিতেছে শুনিতে লাগিল। যুবক দেখিল যে বর্জ্জনপত্রে সকলের স্বাক্ষর শেষ হইয়াছে, কেবল তাহার পিতার হয় নাই। কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার নাম লিখিতে যাইবেন, অমনি তাহার মাতা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন, এবং বলিলেন "বহুকাল হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তোমার নিকট কোন প্রার্থনা করি নাই। অদ্য তোমার নিকট একটী ভিক্ষা করিব, আমার একমাত্র সন্তানকে পথের কাঙ্গাল করিও না। সে অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছে, না হয় অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও নষ্ট করিবে। আমরা না হয়, তাহার জন্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তথাচ তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারিব না। তুমি অপেক্ষা কর, ভগবান এখনও তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।" এই বলিয়া জননী আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পিতারও প্রাণ আর্দ্র হইল। তিনি সমবেত আত্মীয় মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি একমাত্র পুত্রকে এরূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। না হয়, দরিদ্র হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিব, তবু পিতা হইয়া সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনারা না হয়, আমাকে সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত করিবেন, কিন্তু তথাপি আমি নির্দ্দয় পিতা হইতে পারিব না।"

এমন যে পাষণ্ড, পাপাচারী যুবক, যে জননীর অনেক অশ্রুপাতেও কেবল বিদ্রূপই করিয়াছে, দারুণ প্রহারে তাঁহার কোমল অঙ্গে বেদনা উৎপাদন করিয়াছে, সেও আজ এই ছবি দেখিয়া গলিয়া গেল। একদিকে তাহার নীচতা, অপর

দিকে জননীর মহত্ত্ব, একদিকে তাহার স্বার্থপরতা, অপরদিকে মাতার নিঃস্বার্থ ভালবাসা! সে আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমাগত আত্মীয় স্বজনকে বলিল "আপনারা আমার পিতামাতাকে ত্যাগ করিবেন না। আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করুন; তাঁহাদের পাষণ্ড সন্তান আর তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবে না। আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে পাপপথ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলাম।" সত্যসত্যই সে সেদিন হইতে পাপপথ পরিত্যাগ করিল।

পূজ্যপাদ পিতা পরিবারের অবলম্বন স্বরূপ। সন্তানের সুখ শান্তির নিমিত্ত তিনি অশেষবিধ পরিশ্রম করেন। কিরূপে সে উত্তমরূপ খাদ্য ও পরিধেয় পাইবে, কিরূপে সে জ্ঞানলাভ করতঃ সাধু ও সচ্চরিত্র হইয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তচ্চিন্তাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত হইয়া উঠে। তিনি স্বীয় জ্ঞান বলে সন্তানের ভাবী মঙ্গলের পথ নিরূপণ করিয়া তাহাকে সেই দিকে চালিত করেন। রোগীর পক্ষে ঔষধ যেমন তিক্ত, অবোধ বালকবালিকাগণের নিকট পিতার শাসনও সেইরূপ তিক্ত বোধ হয়। কিন্তু পিতার এই কঠোর ভাবের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেমের ভাব নিহিত আছে। বাহির হইতে দেখিলে পিতার ভালবাসা বুঝা যায় না। তাঁহার সমস্তই অন্তরে। এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মহা পণ্ডিত পুত্রকে "লেখাপড়া শিখিল না, মূর্খ হইয়া থাকিল," প্রভৃতি কটুবাক্যে সর্ব্বদা তাড়না করিতেন। পুত্র বিরক্ত হইয়া একদিন পিতাকে বধ করিবার সংকল্প করিল। অতঃপর এক তীক্ষ্ণধার তরবারি

লইয়া সে পিতার শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত আর ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না; কারণ, সেখানে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার মাতা বলিতেছেন "স্বামিন্! অদ্যকার রজনী কি মনোহারিণী! পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে প্রকৃতি সুন্দরী শুভ্র বসন পরিধান করিয়া যেন পূত মনে বিশ্বদেবের আরাধনা করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রকে ভালবাসে না ও তাহার প্রশংসা করে না, এমন লোক পৃথিবীতে নাই। আহা! কি সুন্দর জ্যোতিঃ! প্রভো! আপনার প্রাণ কি চন্দ্রমার রূপে মুগ্ধ হইতেছে না?"

ব্রাহ্মণের মুখে অল্প হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন "অয়ি উন্মত্তে! আমার পুত্র পূর্ণচন্দ্রের বিদ্যার জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত। তাহার নিকট কি পূর্ণিমার চন্দ্র দাঁড়াইতে পারে?" ব্রাহ্মণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আপনি যদি পুত্রকে এতই ভাল বাসেন, তবে তাহাকে তিরস্কার করেন কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে পুত্র আরও বিদ্যালাভ করুক, তাহা হইলে সে আরও যশস্বী হইবে।"

পুত্র স্তম্ভিত হইল। সে ভাবিল "অহো! আমি কি মূর্খ; এমন স্নেহবান পিতাকেও বধ করিতে যাইতেছিলাম। আমারত কিছুই শিক্ষা হয় নাই। অতএব, আমি এমুখ আর পিতাকে দেখাইব না।" এই স্থির করিয়া সে জ্ঞানলাভার্থ কাশীধামে যাত্রা করিল।

পিতামাতার ভালবাসা তাপদগ্ধ সংসার-মরুমধ্যে একমাত্র ওয়েসিস্। এজগতে এমন কোন মিষ্ট পদার্থ নাই, যাহার

সহিত এই প্রাণ-শীতল-কারিণী সুধার তুলনা হইতে পারে। সংসারের সকল প্রকার সুখের বস্তুর যদি একটী প্রদর্শনী হয়, তবে দেখিবে যে, অসংখ্য পর্ব্বত মালার মধ্যস্থিত হিমগিরির ন্যায় অপত্যস্নেহ সর্ব্বোপরি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। প্রচণ্ড ঝড়ের সময় সমুদ্রগর্ভস্থ শৈলশৃঙ্গ যেমন তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ ঘোর দুঃখ ও অত্যাচারের মধ্যেও ঐ স্নেহ অটল ভাবে বিরাজ করে। প্রথমে যে গল্পটী বলা হইল, তাহাই এবিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পিতামাতার ন্যায় শান্তির স্থল এজগতে আর কি আছে?

পিতা মাতা এ পৃথিবীতে পরমেশ্বরের অবতার স্বরূপ। যিনি স্থূলচক্ষে ভগবানকে দেখিতে চাহেন, তিনি করুণাময় জনক ও করুণাময়ী জননীকে দর্শন করুন। তিনি তাঁহাদেরই মুখে স্বর্গীয় সুষমা, প্রেম ও দয়ার প্রকাশ দেখিতে পাইবেন। আহা! যখন পূজ্যপাদ জনক ও পরমারাধ্যা জননীর স্নেহ-বিজড়িত মূর্ত্তি মানস-পটে উদিত হয়, তখন কি যে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ঘোর যন্ত্রণার সময় মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ধন্য সেই দয়াময়, যিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া এই মধুময় নাম পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

গুল ও বাহার।

বাঙ্গালা দেশের শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসিম আলিখাঁর তৃতীয়া স্ত্রী ময়না বিবির গর্ভে দুইটী যমজ সন্তান জন্মে। উহা-দের মধ্যে একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা। নবাব পুত্রের নাম

গুল, অর্থাৎ পুষ্প, এবং কন্যার নাম বাহার, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য রাখিয়াছিলেন। ময়না বিবি প্রসবের অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং সন্তানদ্বয়ের প্রতিপালনের ভার তাহাদের পিতার উপরেই পড়িয়াছিল। নবাব অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। গুল ও বাহার রূপে যেমন অতুলনীয়, বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গুণেও সেইরূপ অনুপমেয় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহারা এমন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে অতি পাষণ্ডও মুগ্ধ হইত।

পূর্ব্বতন নবাবগণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালার সিংহাসন ইংরাজ-দিগের করায়ত্ত হইয়াছিল বলিয়া কোম্পানীর ভৃত্যগণও শুল্ক ব্যতীত ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই অত্যাচার এতদূর অগ্রসর হইল যে, ঐ ভৃত্যগণের দেশীয় ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত নবাবকে বঞ্চিত করিয়া ব্যবসা করিতে লাগিলেন। নবাব মীর কাসিম ইহা লক্ষ্য করিলেন, এবং সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কাররূপে কোম্পা-নীর কলিকাতাস্থ শাসন সমিতিকে বিজ্ঞাপিত করিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর বা প্রতিকার পাইলেন না। রাজস্বের বিশেষ কিন্তু ক্ষতি হইতেছে বলিয়া নবাব আবার সেই সমিতিকে লিখিলেন, এবারও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিরুত্তর রহিলেন। এই অপমানে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া ইংরাজদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন, এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইলেন।

কলিকাতার এত নিকটে থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুঙ্গের নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। মুর্শিদাবাদের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে বলিয়া নবাব স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচারিত হইল। এই সময়ে গুল ও বাহারের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, এবং তাঁহাদিগের কাহারও তখন বিবাহ হয় নাই।

চতুর চূড়ামণি ক্লাইব তৎকালে কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন। বঙ্গদেশে যত ইংরাজ বাস করিতেন, তাঁহাদের শাসনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি পূর্ব্বাপর নবাবের গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন সহসা তিনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করাতে তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া তিনি নিজেই যাত্রা করিলেন, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুঙ্গেরের পাদবাহিনী গঙ্গার অপরতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে কতকগুলি অন্যায় প্রস্তাব নবাবের নিকট প্রেরিত হইল, নবাব কোন উত্তর দিলেন না। তখন ইংরাজ সৈন্য গঙ্গা পার হইয়া মুঙ্গেরে প্রবেশ করিল, এবং নবাবের সৈন্যের সহিত ঘোর সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। এইরূপ ঘটনা হইবে, তাহা নবাব পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এজন্য ক্লাইব সহসা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। প্রতি আক্রমণেই ইংরাজ সৈন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। বলপ্রয়োগে সুবিধা নাই দেখিয়া ক্লাইব ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিলেন। তিনি উৎকোচের লোভ দেখাইয়া নবাবের সেনাপতি গর্গিনখাঁকে বশীভূত করিলেন। দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক গর্গিনের

সাহায্যে ইংরাজগণ মুঙ্গের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব তখন অনুপায় হইয়া পলায়নপর হইলেন।

নবাবকে ধরিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অবশেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, তিনি আর দুর্গমধ্যে থাকিতে পারেন না। এই বিপদকালে তাঁহার পুত্র কন্যাই মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। একদিন তাঁহারা বলিলেন "পিতঃ! এইরূপ সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা করিয়া এখানে থাকা মঙ্গলজনক নহে। অতএব অন্য স্থানে যাওয়াই বিধেয় হইতেছে। দুর্গের অনতিদূরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। উহার প্রান্তভাগে একটী আম্র কানন, এবং ঐখানেই কতকগুলি কবর দেখিয়াছি। অপ-দেবতার ভয়ে কেহ সেদিকে গমন করে না। আপনি উহার একটী কবরে লুক্কায়িত থাকুন, আমরা প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনার আহার দিয়া আসিব। এখানে আমাদিগকে কেহ চিনে না। অতএব অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব। পরে সুবিধামত অন্য স্থানে গমন করিব।" নবাব স্বীকৃত হইলেন।

মীর কাসিম পূর্ব্বোক্ত কবরে আশ্রয় লওয়ার কিয়দ্দিনস পরে দুর্গ মধ্যে রটনা হইল যে, দুর্গের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে বড় ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু প্রহরিগণ সেই দিকে থাকিতে এককালে অস্বীকৃত হইল। ইংরাজ সৈনিকগণ উহা বিশ্বাস করিলেন না, অধিকন্তু হিন্দুদিগকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। সুতরাং উপরিতন কর্ম্মচারী সে স্থানে গোরা প্রহরী স্থাপন করিলেন। তাহারা যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদেরও ভয় হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আম্র কাননের মধ্যে অপূর্ব্ব বংশী ধ্বনি হয়, এইটীই প্রহরীদিগের ভয়ের কারণ। ইংরাজ সৈনিকগণ অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কে বংশী ধ্বনি করে, তাহা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। দুই তিন দিবস এইরূপ অন্বেষণ চলিল, কোন ফলই হইল না। তখন তাঁহাদেরও ভয় হইল। এবার এই সংবাদ ক্লাইবের নিকট পৌঁছিল। তিনি স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বংশী নীরব, কিন্তু প্রত্যহই একটী ব্যাঘ্রকে সেই প্রদেশে বিচরণ করিতে দেখা গেল।

গবর্ণর ব্যাঘ্রটীকে বধ করিবার জন্য অনেকবার বন্দুক ছুড়িলেন, কিন্তু একটী গুলিও তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক চেষ্টার পর ব্যাঘ্র নিহত হইল। সকলে আনন্দিত মনে তাহার নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে সেটী বাস্তবিক ব্যাঘ্র নহে, ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত কুসুম—সুকুমার একটী বালক। তাহার দেবোপম রূপ দেখিয়া যেমন সকলে মোহিত হইলেন, তেমনই তাহার এই অপঘাত মৃত্যুতেও অত্যন্ত ব্যথিত হইলেম। বালকটী কে, এবং কেন এরূপ বেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। ক্লাইব তখন শোকার্ত্ত হৃদয়ে আদেশ করিলেন যে "সামরিক প্রথানুসারে বালকের সমাধি হউক।" আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল; সকলেই শোক-বসন পরিধান করিয়া সমাধিস্থলে গমন করিলেন। সৈনিকগণ প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বন্দুক ধ্বনি, ও ধর্ম্মযাজকগণ বালকের পারত্রিক মঙ্গল কামনায় জগৎ পিতার নিকট হৃদয়স্পর্শী এক প্রার্থনা করিলেন। শব প্রোথিত হইল।

পরদিবস আর একটী ব্যাঘ্র একজন প্রহরীর গুলিতে প্রাণ

হারাইল। ক্লাইব এই সংবাদ পাইয়া দেখিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন, এটীও ব্যাঘ্র নহে, একটী অপ্সরীসদৃশা বালিকা শার্দ্দূল চর্ম্মে আপনার সুকোমল বপু আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। উপর্য্যুপরি দুইটী অদ্ভুত শোকাবহ ঘটনায় সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যে প্রহরী ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, যে ব্যাঘ্রটী এক কবরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই অবস্থায় আমি ইহাকে হত্যা করিয়াছি। সকলে গোরস্থানের দিকে গেলেন, এবং যে কবরে ব্যাঘ্রটী প্রবেশ করিতেছিল, সেইটীর মধ্যে একজন প্রবেশ করিল। নবাব মীর কাসিম এই খানেই ছিলেন, সুতরাং এখন ইংরাজ হস্তে বন্দী হইলেন। ক্লাইব তাঁহাকে ঐ বালক ও বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন যে উহারা তাঁহারই পুত্র ও কন্যা। গোরস্থানে তাঁহাকে আহার দিতে যাইয়াই প্রাণ হারাইয়াছে। ক্লাইব বলিলেন "বন্ধো! তুমিই ধন্য। এমন পিতৃবৎসল সন্তান যাহার আছে, তাহার নিকট পৃথিবীর সম্পদ তুচ্ছ। গুল ও বাহার নিশ্চয়ই স্বর্গে স্থান পাইয়াছে।" এই বলিয়া বালককে যে নিয়মে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, বালিকারও সেই নিয়মে সমাধি হইল। ঐ দুই কবরের উপর ক্লাইব দুইটী সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং মস্‌জিদের গাত্রে প্রস্তর ফলকে গুল ও বাহারের পরিচয় ও এই সাধু কার্য্যের কথা লিখিত হইল। অদ্যাপি গঙ্গাতীরে এই দুইটী মস্‌জিদ্ বর্ত্তমান থাকিয়া পিতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে।

পাপবুদ্ধি ও পুণ্যবুদ্ধি।

কোন সময়ে একজন লোক যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া সৌভাগ্যলাভের চেষ্টায় দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কত রকম চিন্তাই উপস্থিত হইতেছিল। যিনি কখনও একাকী পথ-ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই সে চিন্তার প্রকৃতি বুঝিতে পারেন। কখনও ভাবী সুখের সুস্বপ্নে বিভোর হইয়া আনন্দে হাস্য করিতেছেন, কখনও বা দুঃখের বিষণ্নমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইতেছেন। কখনও বা রাজ্যের অধিপতি হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করিতেছেন, কখনও বা ঘোর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে অশ্রুপাত করিতেছেন। কখনও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কখনও বা পথের ভিখারী। এইরূপ বিবিধ চিন্তা-তরঙ্গের উপর ভাসিতে ভাসিতে যুবক এক ত্রিপথ-সন্ধিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই খানে আসিয়া পথিকের চৈতন্য হইল; তিনি ভাবিলেন "এখন কোন্ পথে যাই? সম্মুখে দুইটী পথ, কোন্টী অবলম্বন করিলে আমার অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারি?" মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ অজ্ঞাত দেশ, দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন। তিনি মনে মনে নানা বিতর্ক করিতেছেন এমন সময় দুইটী রমণী দুই দিক্ হইতে আসিয়া সেই সন্ধি-স্থলে মিলিত হইলেন। পথিক দেখিলেন উভয়েই রূপবতী। তবে এক জনের মূর্ত্তি হাবময়ী, অপরটীর মূর্ত্তিতে কমনীয়তার সহিত লজ্জা, বিনয় ও গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত। একটীর দৃষ্টি চঞ্চল ও চতুরতা পূর্ণ; অপরটীর স্থির, অবনত

ও সরল। এই নবীনা কামিনীদ্বয়ের নিকট পথের বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন কিনা, পথিক ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রথমা রমণী বলিলেন "পথিক! আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছ না। তোমার দোষ নাই। এই খানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তোমারই অবস্থায় পতিত হয়। পথনির্দ্দেশে পথিকদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই আমি আসিয়া থাকি। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্য আমি যে কয়েকটী কথা বলিব, আশা করি, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিবে। এ সংসারে আসিয়া প্রত্যেকেই সুখের চেষ্টা করে; তোমারও কামনা সুখ। অতএব মৎপ্রদর্শিত পথে চল। দেখিবে, প্রথম হইতেই সুখের লহরী উঠিতেছে, এবং যতদূর যাইবে, এক বিন্দুও নিরানন্দ ভোগ করিতে হইবে না। কিছু দূর এই সুখের শীতল ছায়াবৃত পথে গমন করিলে তুমি এমন এক স্থানে উপস্থিত হইবে, যেস্থান হইতে এজীবনে তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিবে না। "খাও, পর, আনন্দ কর" ইহাই সেই স্থানের সার বিধি। সেখানে ভোগ্যদ্রব্যেরও প্রাচুর্য্য এত যে, যত ভোগ কর ততই তাহা বৃদ্ধি পায়। সাবধান, ঐ যে রমণী দেখিতেছ উহার কথা কখনও শুনিও না। যদি শুন, তবে তুমি চিরদিন অশেষ কষ্ট পাইবে।

প্রথমা রমণী নীরব হইলেন। পথিক তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু এই সময় দ্বিতীয়া রমণী তাঁহার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন "পথিক! আপনি কি ঐ চঞ্চলার কথায় ভুলিতেছেন? ঐ রমণী এই সন্ধিস্থল হইতে কত পথিককে এইরূপে প্রলুব্ধ করিয়া

সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়াছেন। উনি যে পথের কথা বলিলেন, তাহা আপাততঃ মনোহর বটে, কিন্তু উহার পরিণাম বড় দুঃখময়। উহার নাম পাপ-পথ। আমি যে পথে আসিয়াছি সেটী পুণ্য পথ। পাপপথে প্রথমতঃ অনেক আমোদ পাইবে বটে, কিন্তু সে আমোদ, সে সুখ অন্তঃসারশূন্য, অবসাদময়। যতদিন তোমার যৌবন আছে, ততদিন একরকম আমোদে কাটিবে। যৌবন চলিয়া গেলে আর সে আমোদ ভাল লাগিবে না, তখন উহা বিষবৎ প্রতীয়মান হইবে। হে পথিক! প্রথম হইতেই এমন সুখের অন্বেষণ করা উচিত যাহা চিরদিন ভাল লাগিবে, যাহা চিরদিন অমৃতের ন্যায় মিষ্ট থাকিবে। পুণ্যপথেই সেই সুখ পাওয়া যায়। যদিও এই পথে আপাততঃ কিছু কষ্ট আছে, কিন্তু একটু সহিয়া থাকিলে, সেই কষ্ট অনির্ব্বচনীয় সুখের নিদান হয়। দেখ, শাক্যসিংহ, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ, শুকাদি ঋষিগণ সাংসারিক সুখ পরিহার করিয়া অপার্থিব সুখের জন্য কত কষ্ট করিয়াছিলেন; পরিশেষে তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রিয় ও সাধুগণের পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। রোগী যেমন পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করে, সেইরূপ পরিণাম চিন্তা করিয়াই আপাতকষ্টকর পুণ্যপথ অবলম্বন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এপৃথিবীতে যত সাধু মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। দেখ, যৌবন কালে পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন না করিলে বৃদ্ধকালে দুঃখ পাইতে হয়। অক্ষর পরিচয়ের কষ্ট সহ্য না করিলে, পুস্তক পাঠের আনন্দ লাভ করা যায় না। সেইরূপ নির্য্যাতন সহ্য না করিলে, পুণ্যের বিমল সুখের স্বাদগ্রহ হয় না। অতএব

পরিণাম বুঝিয়া কার্য্য কর, আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।”

প্রথমা রমণী একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “আহা, কি সুখের সোপান দেখাইলে! পথিক! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি এতক্ষণ ঐ বাচালতা শুনিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিলে। এই সময় টুকু চলিলে অনেক দূর যাওয়া যাইত। এক কথাতেই উহার যুক্তির অসারতা দেখাইয়া দিতেছি। এই যে সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ, এই যে সুমিষ্ট খাদ্য ও পানীয়, এবং এই যে নানা প্রকার অপূর্ব্ব ভোগ্যবস্তু, পরমেশ্বর এসকল কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? লোক যদি আদরই না করিবে, তবে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করার কি ফল? বিজ্ঞানের দশা কি হইবে? সকলেই যদি বশিষ্ঠাদির ন্যায় জটাচীরধারী, ফলমূলাশী ঋষি হইবে, তবে বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? পরমেশ্বর এই ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। যে মনুষ্য তাহা না করে, সেই বঞ্চিত হইল। পথিক! তুমি ও কথা শুনিও না। ভাবিয়া দেখ, উনি যে পরিণামের কথা বলিতেছেন, তাহা কবে হইবে, ঠিক নাই। যদি জীবন ততদিন না থাকিল? প্রথমে কষ্ট সহ্য করিলে তবেত সেই সুখ পাওয়া যাইবে; কিন্তু যদি কষ্টের অবস্থায়ই মৃত্যু হয়, তবে কেমন করিয়া সুখ হইবে? এই যুক্তিতে যে মুগ্ধ হয়, তাহার ন্যায় মূর্খ কে আছে? পথিক! তুমি চল।” এই বলিয়া একটু হাস্য করিলেন। সেই হাসিতে পথিকের মন গলিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয়া রমণীর কথা শুনিয়া যে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এই

হাসিতেই তাঁহার সে সমস্ত ঘুরিয়া গেল। আর চিন্তা না করিয়া তিনি প্রথমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

পথিককে যাইতে দেখিয়া দ্বিতীয়া রমণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যাও; কিন্তু বন্ধু চিনিলে না, এইটীই দুঃখ। শেষে তুমি একবার আমাকে স্মরণ করিবে। তখন আর একটীবারমাত্র তোমাকে দেখা দিব।" এই বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

পথিক দেখিলেন, পথপ্রদর্শিকা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই সত্য। সেই পথে সুখের তরঙ্গ খেলিতেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের রাশি প্রতি পদে তাঁহার প্রাণ মন হরণ করিতে লাগিল। অপ্রসন্নতা ও অসুখের লেশমাত্র নাই। তিনি সর্ব্বত্রই সাদর-সম্ভাষণ ও অপূর্ব্ব সেবা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রভু প্রভু সম্ভাষণে তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রমথা রমণীকে দেবী ও দ্বিতীয়া রমণীকে রাক্ষসী মনে করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। পথিক কখন অভাব, কখন পূর্ণতা, কখন আনন্দ, কখন দুঃখের মধ্যে থাকিয়া ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসাদ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে নিতান্ত বিকল করিয়া ফেলিত, কিন্তু আবার সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইলে তাহা দূর হইত। বার্দ্ধক্যের মলিন ছায়া এখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করিল। যে সব দ্রব্য পূর্ব্বে বড় প্রিয় ছিল, তাহারা আর মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিল না। আহারীয় দ্রব্য আর উত্তমরূপ পরিপাক হয় না, শয়ন করিলেও আর সুষুপ্তি হয় না, সকল-

দিকেই অসুখ হইয়া দাঁড়াইল। এখন পথিকের যে কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না। বিশেষতঃ পূর্ব্ব সুখের স্মৃতি তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ তাঁহার দিন ফুরাইল। তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যা-শায়ী হইলেন, এবং মৃত্যুর করাল ছবি তাঁহাকে ঘোর বিভী-ষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তিনি তখন স্বীয় জীবনের দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, দেখিলেন, তাহাতে কেবলই পাপ, কেবলই অন্ধকার। পথিক মর্ম্মে আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, "কেন আমি দ্বিতীয়া রমণীর কথা শুনিলাম না? যে আমাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছিল সে এখন কোথায়? এই দুঃসময়ে সে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। হায়! আমার ন্যায় কত লোক সেই চতুরার কথা শুনিয়া কষ্ট পাইতেছে! এখন আমার উপায় কি? কে আমার এই পাপ-জ্বালা দূর করিবে? আমি পাপী, কেমন করিয়া সেই পরমপবিত্র ভগবানের নিকট দণ্ডায়মান হইব! এখন যদি সেই দ্বিতীয়া ললনা একবার আসিতেন, তবে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।"

পথিক এইরূপ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন দেখিয়া সেই দয়াময়ী দ্বিতীয়া রমণী সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মধুর ভাষায় বলিলেন, "পথিক! আমিত বলিয়াছিলাম, এপথের পরিণাম ভাল নয়। যাহা হউক, এখন তুমি অনুতপ্ত হইয়াছ। এখন একবার সেই দয়াময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ কর, তিনি ভিন্ন আর কেহ তোমাকে শান্তি দিতে পারিবে না।" তখন পথিক

কাতর ভাবে সেই দীনশরণকে ডাকিলেন। সেই মহিমাময় নাম স্মরণ করাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল, তিনি পরমানন্দে সেই রমণীর সহিত অমৃতধামে প্রয়াণ করিলেন।

আখ্যায়িকা শেষ হইল। এখন বালকগণ বল দেখি, প্রোক্ত রমণীদ্বয় কে?—তাঁহারা প্রত্যেক মানবের হৃদয়েই বাস করেন। প্রথমার নাম পাপবুদ্ধি ও দ্বিতীয়ার নাম পুণ্যবুদ্ধি। যৌবন কালে মনুষ্যের সকল বৃত্তিই প্রস্ফুটিত হয়। সেই সময়ে প্রত্যে-কের হৃদয়ে পাপবুদ্ধি ও পুণ্যবুদ্ধির বিশেষরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে। মানুষ অনেক সময় পুণ্যবুদ্ধির কথা না শুনিয়া পাপবুদ্ধি বশতঃ অনেক কষ্ট পাইয়া থাকে। সে ক্রমশঃ যত পাপ করিতে থাকে, পুণ্যবুদ্ধি ততই তাহাকে নিষেধ করে। অবশেষে যখন সে পাপে একেবারে মজিয়া যায়, তখন পুণ্যবুদ্ধি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব আর সে বারণ করিতে পারে না। কিন্তু মানুষ অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার অপকার্য্য স্মরণ করতঃ কাতর ভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পুণ্যবুদ্ধিও আবার ক্রমশঃ পূর্ব্বশক্তি প্রাপ্ত হয়। এই পথিকের ভাগ্যে তাহাই হইয়া-ছিল। এই পথিকই বা কে?—প্রত্যেক মানুষই এই পথিকের পদবীস্থ। সকলেই এক সময়ে এইরূপ সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময় হইতে পুণ্যবুদ্ধির কথা শুনিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা কর। যখনই কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, অথবা কাহাকেও কোন কথা বলিতে যাইবে, তখন এক-বার শান্তচিত্তে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে "ইহা কি উচিত?" দেখিবে, যে কে যেন মনের মধ্যে বলিতেছে "হাঁ কি না"। ইহাকেই পুণ্যবুদ্ধির কথা বলে। যে বাল্যকাল হইতে এই

কথা শুনিয়া কার্য্য করে, তাহাকে আর পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

জন্ হাউয়ার্ড।

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হ্যাক্‌নি নামক স্থানে জন্ হাউয়ার্ডের জন্ম হয়। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি ব্যবসায় শিক্ষার্থ এক মুদির দোকানে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল, এবং ব্যবসায়ের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না, তজ্জন্য সত্বর কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি বিদেশগমন করিলেন। সেখান হইতে আসিয়া এক বিধবা রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত তিন বৎসর বাস করিলেন। ঐ সময়ান্তে, অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, তিনি কতিপয় সঙ্গী লইয়া লিস্‌বন্ নগরে যাত্রা করিলেন। সেই বৎসর ঐ প্রদেশে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। উহাতে লিস্‌বনের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাই দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পথি মধ্যে ফরাসিগণ তাঁহাকে ধরিয়া এক কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

তৎকালে কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। বন্দি-গণ সেখানে এত যন্ত্রণা পাইত যে, কারামুক্ত হইয়া তাহারা প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। হাউয়ার্ড এবং তাঁহার সঙ্গিগণ তিন দিবস পর্য্যন্ত কেবল একখণ্ড শিলার উপর মস্তক রাখিয়াই নিদ্রা যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারাগারে বন্দীদিগের আহার সম্বন্ধেও নিতান্ত মন্দ ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কারণে

বন্দীদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইত। অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সে সময়ে কারাগারে নীতি সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দূষিত হইত। হাউয়ার্ড দেখিলেন যে, ইহাদ্বারা দেশের দুর্নীতি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে। অমনি তাঁহার হৃদয়ে মনুষ্য-প্রেমের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি পুনরায় দেশে যাইতে পারেন, তাহা হইলে এই হতভাগ্য বন্দীদিগের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন।

কিছুদিন পরে হাউয়ার্ড বন্ধনমুক্ত হইয়া জন্মভূমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আসিয়াই পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার গার্হস্থ্য সুখ ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী একটীমাত্র পুত্র রাখিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর হাউয়ার্ড বেড্‌ফোর্ডের নিকটবর্ত্তী কার্ডিংটন নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার মনুষ্য সেবা-ব্রত আরম্ভ হইল।

কার্ডিংটন নগরে হাউয়ার্ডের প্রচুর ভূমিসম্পত্তি ছিল। তাহাতে যে আয় হইত তাহার অত্যল্পমাত্র নিজের সাংসারিক ব্যয়ের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশে বিজগ্রামে দরিদ্র প্রজাদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ ও বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। দরিদ্রদিগের প্রতি তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি সেই স্থানের কারাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিয়া বন্দীদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। ইহার পর গ্রেট্‌ব্রিটেন ও

আয়রলণ্ডের কারাগারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি প্রত্যেক বন্দিশালা নিজে পরিদর্শন করিয়া তাহার ফল, এবং কিরূপে তাহার উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজের মন্তব্য, ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করিতেন। কেবল হাউয়ার্ডের আন্দোলনেই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দুইটী নিয়ম করিলেন। প্রথম নিয়মে বন্দীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করা হইল, এবং দ্বিতীয়টীতে বিচারমুক্ত অপরাধীদিগের নিকট হইতে যে কর লওয়া হইত তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গেল।

দেশীয় কারাসমূহের কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অপরাপর রাজ্যের বন্দি-নিবাস পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। প্রত্যেক পরিদর্শনে তিনি যাহা দেখিতেন তাহা সংবাদ-পত্রে প্রকটিত করিয়া ইউরোপীয় রাজগণের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিতেন। কেবল তাঁহারই চেষ্টায় ইয়ুরোপীয় রাজ্য সমূহের কারাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। ইউরোপ পরিভ্রমণ কালেও তিনি সর্ব্বদা মিতা-চারে থাকিয়া উদ্বৃত্তার্থে দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতেন। তাঁহার এইরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া সাধারণের দৃষ্টি তাঁহার কার্য্যে পতিত হইল, এবং সকলেই প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। এইরূপ সমবেত চেষ্টায় হতভাগ্য বন্দীদিগের দুঃখ বহুল পরি-মাণে হ্রাস হইল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি বন্দিশালার উন্নতির জন্য দ্বিচত্বারিংশ সহস্র মাইল, অর্থাৎ ভূগোলকের পরিধির দ্বিগুণ পথ ভ্রমণ করিয়াছেন।

তৎকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর সমূহে সময় সময়

অনেক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইত। ইহার অন্য যে কারণ থাকুক, নিম্নলিখিত কারণটীই প্রধান। যে সকল স্থানে মহামারী হইত সেই খান হইতে লোক আনিয়া উক্ত সাগর-তীরস্থ বন্দরে নামাইয়া দেওয়ার প্রথা ছিল। ইহাদের চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক বন্দরে একটী করিয়া ল্যাজারেটো অর্থাৎ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত রোগ সম্পূর্ণরূপে দূর না হইত, ততদিন সেই সকল লোক ল্যাজারেটো হইতে বাহির হইবার অধিকার পাইত না। যদিও শুভ উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তথাপি ব্যবস্থার দোষে অনেক লোক যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিত। অত্যল্প লোকই প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত। হাউয়ার্ড মহোদয় এই স্থানগুলি নিজে পরিদর্শন করিবার সংকল্প করিয়া ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে গৃহত্যাগ করিলেন। এবার তিনি একটী ভৃত্যও সঙ্গে লইলেন না, তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার নিজ জীবন সম্বন্ধে তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, অপরের জীবনের উপর তাঁহার অধিকার কি? আহা! এইরূপ মহত্ত্ব না থাকিলে মানুষ কি আর মানুষকে পূজা করিত! এরূপ প্রভু কয়জন আছেন? ধন্য হাউয়ার্ড! তুমি সার্থক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে! তোমার ন্যায় লোক পৃথিবীতে না জন্মিলে, সংসার নরকসদৃশ হইত। অদ্য তোমার এই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কত লোক দেশের কত উপকার করিতেছেন।

উল্লিখিত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি ফ্রান্স রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ইতালী, মল্টা, জাণ্টি, স্মার্ণা, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিলেন। স্মার্ণায়

তৎকালে সংক্রামক ব্যাধির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এজন্য তিনি কন্‌ষ্টান্টিনোপল্ হইতে পুনরায় স্মার্ণায় গমন করিলেন। এবং তত্রত্য ল্যাজারেটোর কর্ত্তৃপক্ষীয়কে পীড়া হইয়াছে বলিয়া এক মিথ্যা নিদর্শন দেখাইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপে ঐ চিকিৎসালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিদর্শন করতঃ নিজের মন্তব্য প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ভিনিস্ নগরেও ঐ প্রকারে ৪০ দিন পর্য্যন্ত ল্যাজারেটোতে বাস করিয়াছিলেন। যেখানে গেলে প্রায় কেহ প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে পারে না, এই প্রেমিকবর ইচ্ছা করিয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতেন, নিজের জীবনের প্রতি তাঁহার একটুও মমতা হইত না! আহা! এইরূপ লোকই দেবতা! পাঠক! এমন চিত্র কি আর দেখিয়াছ? এরূপ ছবি দুর্লভ! পরের জন্য আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে কয়জন পারেন? এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ স্বর্গেরই প্রতিকৃতি।

হাউয়ার্ডের মহত্ত্ব দর্শন করিয়া জর্ম্মণীর সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা হাউয়ার্ড যেমন সাধু তেমনই বিনয়ী। তাঁহারই বিশেষ অনুরোধে সম্রাট এই সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বাস্তবিক মহাজনের প্রকৃতিই এইরূপ। তাঁহারা প্রতিষ্ঠার কামনা করেন না। মনুষ্যকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার সেবা করিয়া থাকেন। যশের প্রার্থনা করিয়া যিনি কোন দেশহিতকর কার্য্য করেন, তাঁহাকে যথার্থ সাধু বলা যায় না, তবে তিনি নিষ্কর্ম্মা, এবং অনিষ্টকারীদিগের অপেক্ষা

অনেক ভাল, কিন্তু যিনি কামনা-শূন্য হইয়া মনুষ্যের সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। হাউয়ার্ড মহোদয় এই শ্রেণীর লোক।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে হাউয়ার্ড জীবনের শেষ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এবার তিনি জর্ম্মণীর ভিতর দিয়া সেণ্টপিটর্স্ বুর্গ ও মস্কৌ নগরে গমন করিলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার এরূপ সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল, এবং সকলে তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিত যে, হাউয়ার্ড যেখানে যাইতেন সেই খানেই কারাগার ও চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। তিনি যে প্রস্তাব করিতেন তাহাতেও সকলে আদর প্রদর্শন করিত। পাঠক! একবার চাহিয়া দেখ, সাধুর কত আদর! হাউয়ার্ড কোথাকার কে, যে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র কেবল আদেশ প্রচার করিয়াই বেড়াইবেন, আর অতুল প্রতাপশালী মহারাজারা তাহা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করিবেন!!! তাঁহার নিজের দেশ হইলে, বরং কতক সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে দেশের লোকের সহিত তাঁহার স্বদেশবাসিগণের হয়ত ভয়ানক বিবাদ রহিয়াছে; সে দেশের অধিপতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার মতে কার্য্য করিতেছেন, এই দৃশ্য কি মনোহর নহে? সাধুর শত্রু কেহ নাই, সকলেই তাঁহার আত্মীয়। কারণ যে সকলকে ভালবাসে, সকলেও তাঁহাকে ভালবাসে, ইহাই বিধাতার নিয়ম।

মস্কৌ হইতে হাউয়ার্ড কৃষ্ণসাগরের তীরস্থিত রুসিয় উপনিবেশগুলিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং শেষে চার্সন্ নামক স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। এই স্থানে তখন এক

প্রকার সংক্রামক জ্বর হইতেছিল। সেই রোগীদিগের সেবা করিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। ভগবান তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। একটী যুবতী রমণী এই জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকজ্ঞানে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র প্রেমিকবর হাউয়ার্ড তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ কাল রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বন্ধুবর্গের অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও তিনি উহা হইতে নিস্তার পাইলেন না। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের বিংশ দিবসে বন্ধুদিগকে কাঁদাইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমররাজ্যে চলিয়া গেলেন। পাশ্চাত্য জগত তাঁহার বিরহে শোকসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইল। হাউয়ার্ডের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁহার সমাধি-স্থানের উপর একটী অত্যুচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মৃত্তিকা-ভোজী মনুষ্য।

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জাদি আহার করিয়া মানব-শরীর রক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া কোন মনুষ্য জীবন রক্ষা করিতে পারে, তাহা আমরা কখন শুনি নাই। এমন এক শ্রেণীর মনুষ্য আছে যাহারা নির-বচ্ছিন্ন মৃত্তিকাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমেরিকার অন্তঃপাতী ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডাক্তার ফ্রাঙ্ক্‌ ব্রিবেল একদা উত্তর ক্যারো-লিনা প্রদেশে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে

তিনি এক বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক মনুষ্যের বাস ছিল। তাহাদের আকৃতি দেখিয়া ডাক্তার সাহেব জীবিত মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাদিগের দেহ কঙ্কালসার ও কান্তিহীন, এমন কি, দেহে মাংস আছে বলিয়াও প্রতীতি হইল না। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এইমাত্র অবগত হইলেন যে, ইহারা প্রায় পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে না, কেবল মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে; কিন্তু কেন ইহারা এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করে, এবং কেমন করিয়াই বা উহাদ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ প্রকাশ হইল যে উহারা মৃত্তিকামাত্রই ভক্ষণ করে না। তত্রত্য নদীগর্ভ হইতে এক প্রকার মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া আহার করিয়া থাকে। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ হয়। সেই দ্রবীভূত তুষাররাশি পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ ধৌত করতঃ প্রবল বেগে নদীর গর্ভে পতিত হয়। জল চলিয়া গেলে উপত্যকা ভূমিতে স্তূপে স্তূপে কর্দ্দম পড়িয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে উক্ত মৃত্তিকা গৃহে আনয়ন করতঃ বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন করে। দরিদ্র ব্যক্তিরাই ইহার প্রতি অধিকতর আসক্ত। এই মৃত্তিকা ভোজন করিবার জন্য তত্রত্য লোকদিগের কত দূর আগ্রহ তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অবগত হওয়া যায়।

জিবেল মহোদয় একদিবস কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি-

লেন যে, একটী বালককে একখান টেবিলের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে; বালকটী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "মহাশয়! ঐ কর্দ্দম ভক্ষণ করিবে বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিল, তাই উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। রুটি ও আলু সিদ্ধ লইয়া অনেকক্ষণ খোসামোদ করিয়াছি; কিছুই শুনিবে না, কাঁদিয়াই আকুল হইতেছে। উপায় না পাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

সুখাদ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া মনুষ্য মৃত্তিকা খাইতে এত ভাল বাসে, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন নিগূঢ় হেতু আছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া জিবেল সাহেব অপর একটী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত একত্র হইয়া ঐ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ঐ কর্দ্দমে সেঁকো নামক এক প্রকার বিষ আছে, সেই বিষের গুণ উত্তেজক। পার্ব্বতীয় অনেক জাতি অনেক স্থানে কোন না কোন আকারে এই বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে মনে প্রফুল্লতা জন্মে ও পার্ব্বত্য ভূমিতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য হয়। এই বিষে চক্ষু ও মুখের বর্ণ ঈষৎ লোহিত হয়, এই জন্য সুইজরলণ্ড, জর্ম্মণি ও স্ক্যাণ্ডিনেবীয় উপদ্বীপবাসী কৃষক বালিকারা আগ্রহের সহিত ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা বাতরোগ ও সবিরাম জ্বরের মহৌষধ। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কর্ণওয়াল প্রদেশের লোক সকল বহুদিবস হইতে এই জ্বরে কষ্ট পাইতেছিল, কিন্তু তথায় একটী তাম্রের কার্য্যালয় হওয়াতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাম্রের সহিত এই বিষ মিশ্রিত আছে। সর্ব্বদা তাম্রের ধূম নির্গত হইয়া তত্রত্য

বায়ু হইতে জ্বরের বিষ নিষ্কাশিত করিল। সুতরাং জ্বরও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল। রোগের ঔষধ হইলেও সুস্থ দেহে ইহা অশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। মৃত্তিকা-ভোজী মনুষ্যগণ মৃত্তিকার সহিত এই বিষ অধিক পরিমাণে ভোজন করে বলিয়াই তাহারা শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া থাকে।

সাধতার পুরস্কার। (১)

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মেরিয়ানবুর্গের অন্তঃপাতী লিভ্‌নিয়া নগরী রুসিয়ার অধিপতি প্রথম পিটরের অধিকারভুক্ত হয়। নগরবাসিগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের প্রবল সৈন্যস্রোতে পড়িয়া তাহাদের ক্ষুদ্র উদ্যম ভাসিয়া গেল। বহু সংখ্যক স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা রণক্ষেত্রে অতুল শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া মহাশয়ন করিলেন, এবং অবশিষ্ট লোক সকল সম্রাট-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইল। এক সময়ে যে নগরীতে আনন্দ-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতে ছিল, অদ্য সেখানে বিষাদের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। চারিদিকে কেবল মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, বিধবার অশ্রুজল, সৈন্যের কোলাহল ও কামানের ভীম গর্জ্জন। আহা! জগতের গতিই এই প্রকার! কখন আনন্দ, কখন বিষাদ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ, চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। আজি যিনি মহারাজাধিরাজ, কালি তিনি পথের ভিখারী, আজি যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত বীর পুরুষ, কালি তিনি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পরাধীন, আজি যেখানে নগর,

কালি সেখানে তরঙ্গিনী প্রবাহিতা। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কখন কি হয়, কে বলিতে পারে? এ সংসারে আসিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর করাই সুখ। ঘোর বিপদেও যে তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারে, তাহার প্রাণে কখন নিরাশা ও অশান্তি আসে না।

লিভ্‌নিয়ার হাহাকারে যখন আকাশ বিদীর্ণ হইতেছিল, সেই সময় মেরিয়ান বুর্গের নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া পরম রূপলাবণ্যবতী একটী বালিকা অশ্বারোহণে গমন করিতে-ছিল। সহসা একটী সৈনিকপুরুষ অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহার অশ্বের রশ্মি ধারণ করতঃ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" বালিকাও ঠিক সেইরূপ স্বরে বলিল, "তোমার তাহাতে কি?" বালিকার এই স্পর্দ্ধা-পূর্ণ উত্তরে সৈনিক মহা কুপিত হইয়া, তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন উত্তরকারিণী একটী অল্প-বয়স্কা বালিকামাত্র, তখন ক্রোধ সংযত করিয়া অসি কোষে স্থাপন করিলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ কোমল স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাবে কোথায়?" বালিকা বলিল, "তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?" আমার কথা বলিবার সময় নাই, একজন্ত বিনতি করিতেছি শীঘ্র পথ ছাড়িয়া দাও।

আগন্তুক। "তোমাদের সহর অদ্য রুস্ সম্রাট অধিকার করিয়াছেন।"

বালিকা। "তাহাতে আমার কি?',

আগন্তুক। সমস্ত নগরবাসী তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছে। তুমিও গেলে উক্ত দশা প্রাপ্ত হইবে।"

বালিকা। "মহাশয়! এই সংবাদ দিলেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি; কিন্তু আমার ধর্ম্মপিতা যেখানে আছেন, আমিও সেইখানে যাইব, এবং তাঁহার যে দশা হইয়াছে, আমি তাহার অংশ গ্রহণ করিব।"

আগন্তুক। "তিনি যদি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া থাকেন?"

বালিকা। "আমিও তাঁহার সহিত কারাগারে বাস করিব।"

আগন্তুক। "যদি বিপক্ষের অস্ত্রে তাঁহার জীবনের অবসান হইয়া থাকে?" এবার বালিকা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। ধর্ম্মপিতার সম্ভাবিত মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহার সুষমাময় মুখচন্দ্রমা শোকের মলিন ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উচ্ছলিত শোককে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বলিল "মহাশয়! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, আমিও তাহার অংশভাগিনী হইব।"

আগন্তুক একজন যুদ্ধ ব্যবসায়ী বটে; কিন্তু সৈনিকদের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কঠোর ছিল না। বালিকার এবম্বিধ বাক্যাবলী, শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি মধুর স্বরে বলিলেন "তবে যাও। পথটা ভাল নয়; বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

হয়রাজ পুনরায় ধাবিত হইল; কিন্তু কয়েক বিঘা ভূমি অতিক্রম করিতে না করিতেই "কে যায় কে যায়" শব্দে বালিকার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল। সে কোন উত্তর করিল না; অশ্বও পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে বন্দুকের শব্দ হইল, এবং একটী গুলি তাহার জ্যাকেট ছিন্ন

করিয়া চলিয়া গেল। বালিকা অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল "আমার নাম বলিলে কি তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে?" সে কেবল এই কয়টী শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, এমত সময় কতকগুলি ভীমদর্শন সৈনিকপুরুষ চারিদিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বালিকা বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, উহাদের মধ্যে তাহার পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটীও আছেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, উদার মুখকান্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বিকটবেশী সহচরবৃন্দ হইতে বালিকা সহজেই তাঁহাকে চিনিয়া লইল। পরিচিত লোক দেখিলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির মনে আশা হয়। বালিকা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে সেই সৈনিককে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়! আপনি ত জানেন, আমি একটি নাম-সম্ভ্রম-বিহীনা দরিদ্রা বালিকামাত্র। কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। এখন, আপনি কৃপা করিয়া এই লোকগুলিকে আমার পথত্যাগ করিতে বলুন।"

সৈনিক। "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এপথে তোমার বিপদ হইবে।" অতঃপর তিনি একজন কসাক সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।"

কসাক। 'আপনার নাম কি? বাটী কোথায়?"

বালিকা। "আমার নাম ক্যাথারিণ্। আমি লিভ্‌নিয়াতে বাস করি। তত্রত্য ধর্ম্মযাজক আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। মহাশয়! এখন ত পরিচয় পাইলেন, তবে আমাকে যাইতে দিন। পিতার জন্য আমার প্রাণ বড় কাতর হইয়াছে।"

কসাক। "আপনি লিভ্‌নিয়াবাসিনী? ঐ নগরী অদ্য

রুসিয়ার জার মহাপ্রতাপান্বিত প্রথম পিটরের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, এবং সেখানকার সকল লোক তাঁহার নিকট বন্দী হইয়াছে, অতএব, আপনি আমাদের বন্দিনী হইলেন। এখন অশ্বত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আসুন; সহজে না আসিলে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

ক্যাথারিণ্। "আমার দেহ স্পর্শ করিবেন না, আমি সহজেই যাইতেছি। কেবল আপনাদের বন্দিনী হইতে যাইতেছি না, আমার ধর্ম্মপিতাকে অনুসন্ধান করিতে আমাকে যাইতেই হইবে। তিনি যেখানে আছেন আমাকে সেইখানে লইয়া চলুন। তিনি ভীষণ কারাগারেই থাকুন, আর অন্ধকারময় গহ্বরেই থাকুন, আমি তাঁহার অবস্থার অংশভাগিনী হইব।"

কসাক। "আমাদের কর্ত্তব্য আপনার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে না। আপনি বন্দিনী, অতএব সেই ভাবেই চলুন। আমাদের কার্য্য আমরাই দেখিয়া লইব।"

ক্যাথারিণ্। "অনুমতি পাই ত একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।"

কসাক। "বলিতে পারেন।"

ক্যাথারিণ্। "আপনাদের প্রধান সৈনাপতি কে?"

কসাক। "জেনারাল্ সেরেমেটিক্। কেন, তাঁহার নাম শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

ক্যাথারিণ্। "মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন, তাহা হইলে পরমানুগৃহীত বোধ করিব।" এই সময় পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক পুরুষটী কসাক সেনাপতিকে ইঙ্গিত করিলেন। কসাক বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে একেবারে নগরদ্বারে আনয়ন করিলেন। তথায়

আসিয়া তিনি প্রধান সেনাপতির অনুসন্ধানে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্যাথারিণ্ বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একটী বৃদ্ধারমণী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ক্যাথারিণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "হায়, হায়! ক্যাথারিণ্! আমাদিগের আশ্রয়দাতা প্রভু আর ইহসংসারে নাই। রুসিয়ান্‌দের গুলিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

বালিকা ক্যাথারিণ্, শৈশবকাল হইতে মাতৃপিতৃহীনা। ধর্ম্মযাজক তাহাকে পিতৃস্নেহের মধুরতা দেখাইয়াছিলেন। এমন দয়ালু উপকারকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহার কোমল হৃদয় অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল। সে বাষ্পাকুল লোচনে বলিল "ফ্রেডেরিকে! তুমি কি অশুভ সংবাদ প্রদান করিলে! তবে কি আমার স্নেহময় পিতাকে আর দেখিতে পাইব না?" ফ্রেডেরিকা বলিল "সত্য সত্যই তিনি সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার শবদেহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।"

এই সময় কসাক আসিয়া বলিলেন "সেনাপতি অনতিদূরে শিবির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনাকে দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছেন।" ক্যাথারিণ্, আর বাক্যব্যয় না করিয়া অবিলম্বে সেনাপতির সমীপে উপনীত হইল। এখানেও সেই সৈনিক বসিয়া আছেন দেখিয়া, তাহার বিস্ময় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল, ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি যেখানে যাইতেছি, এই লোকটী আমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। এদিকে দেখিতেছি একটী সামান্য সৈনিক, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার সমান প্রভাব। লোকটী কে? সেনাপতির সঙ্গেই বা কি এত ঘনিষ্ঠতা

যে দুইজনে হাস্য পরিহাস পর্য্যন্ত করিতেছেন?" ক্যাথারিণ্ কিছু স্থির করিতে পারিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেনাপতির চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে বলিল, "সেনা-পতে! এই দীনা বালিকার প্রতি প্রসন্ন হউন।" সেনাপতি কসাককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বালিকাটী কি চাহে?" তিনি বলিলেন "আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে।" সেনাপতি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে ক্যাথারিণ্ বলিল "হাঁ, মহাশয়! আমি তাহাই চাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার ধর্ম্মপিতা, আমার একমাত্র সহায় ও রক্ষক, আপনাদের বন্দী হইয়াছেন; তাই তাঁহার কারাযন্ত্রণার অংশগ্রহণ করিব বলিয়া আপনকার সহিত আলাপ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু এইমাত্র আমাদের পরিচারিকা বলিল যে তিনি নিহত হইয়াছেন। এখন আমার নিবেদন এই যে সংগ্রামস্থল হইতে তাঁহার শব আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করিতে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

ক্যাথারিণের প্রত্যেক বাক্য এমন মিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ, এবং তাহার মুখশ্রী এত সুন্দর ও পবিত্রতাব্যঞ্জক ছিল, যে সেনা-পতির পাষাণ সদৃশ কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইল। তিনি সস্নেহে বলিলেন "আমাদের শিবির নগর—প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত; যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমি তোমাকে নগর বহিঃস্থিত রণক্ষেত্রে তোমার পিতার মৃত দেহ অনুসন্ধান করিতে অনুমতি দিই, তাহা হইলে তুমি যে পলায়ন করিবে না, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব" বালিকা বলিল "আমার বাক্যই তাহার প্রমাণ। আমি পরমেশ্বরের নামে শপথ

করিয়া বলিতেছি যে আমার কার্য্য শেষ হইলে আপনার বন্দিনী হইব; কখনও পলায়ন করিব না।"

মুখ হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। যাহার হৃদয়ে যে ভাব থাকে মুখরূপ দর্পণে তাঁহা প্রতিফলিত হয়। সেনানায়ক বালিকার মুখে সত্যের উজ্জ্বল ছবি দর্শন করিলেন, তিনি তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তবে যাও, কিন্তু এইটী মনে থাকে যে তোমার পিতার সমাধি হইলে এখানে আসিয়া আমাদের বন্দিনী হইবে।"

সাধুতার পুরস্কার। (২)

সেনাপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ক্যাথারিণ্ ফ্রেডেরিকার নিকটে উপস্থিত হইল। এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ফ্রেডেরিকে! চল পিতার শব অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসি। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই রাত্রির মধ্যে কার্য্য শেষ করা চাই, কারণ আমি বন্দিনী, অধিককাল থাকিবার অনুমতি নাই।"

ফ্রেডেরিকা। "সে কি! এই অন্ধকারে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবে। তোমার কি একটু ভয় হইবে না?"

ক্যাথারিণ। "আমার নিকট অন্ধকারও যাহা, আলোকও তাহা; কারণ কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল আলোক আমার সম্মুখে রহিয়াছে। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি থাক; আমি একাকিনী যাইব।"

ফ্রেডেরিকা। "তুমি বালিকা হইয়া এত সাহস দেখাইবে,

আর, আমি বৃদ্ধা হইয়া বসিয়া দেখিব! না, উহা আমার সহ্য হইবে না! চল, যাইতেছি।" এই বলিয়া ফ্রেডেরিকা বালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

তাহারা দ্রুতপদে রণক্ষেত্রে উপনীত হইল। সেই স্থানের অবস্থা দেখিলে অত্যন্ত সাহসী লোকও চমকিত হয়। চারিদিকে অগণ্য শব, মাংসাশী জীবগণের বিকট চীৎকার, মধ্যে মধ্যে অরাতিকুল-বিভীষণ রুসিয় কামানের ভীমগর্জ্জন, ও রণ-মর্দ্দিত আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির আর্ত্তনাদ; ইহাতে কাহার না ভয় হয়? কিন্তু বালিকার সাহস অনন্ত। সে কিছুতেই ভীত হইতেছে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনুষ্য যখন কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া চলে, তখন ভীম রণস্থল, ভুজঙ্গবেষ্টিত পর্ব্বতশিখর, প্রচণ্ড বহ্নি, অথবা উত্তাল তরঙ্গাকুল সাগরবক্ষ, কোথায়ও সে ভীত হয় না, কিছুতেই সে পশ্চাৎপদ হয় না। কর্ত্তব্য-সূর্য্যের সুবিমল তীব্র জ্যোতিঃ বিপদের ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী রজনীতেও তাহাকে সুপরিষ্কৃত সুপ্রশস্ত ও নির্ব্বিঘ্ন পথ প্রদর্শন করে। যতদিন লোক কর্ত্তব্য পথে না থাকে, ততদিন তাহাকে নরকের কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ততদিন তাহার কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতির আশা থাকে না। কর্ত্তব্যপথের অপর নাম পুণ্যপথ। যে কর্ত্তব্যপথে চলে তাহার কোথায়ও পরাভব নাই। ক্যাথারিণ্ বালিকা হইলেও কেবল কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি থাকাতে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল।

রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বালিকা তবু চলিতেছে। কি উপায়ে শবরাশির ভিতর হইতে সেই বিশেষ শবটী বাছিয়া লইবে, তাহার কিছু

স্থির নাই, অথচ তাহার গতি সমান রহিয়াছে। এটী তাহার বালিকাজনসুলভ অপরিণামদর্শিতা। সহসা একটী মৃতদেহ ক্যাথারিণের গতিরোধ করিল। সে একটু চমকিত হইয়া বলিল "ফ্রেডেরিকে! পিতা কোথায় দেখ ত।" ফ্রেডেরিকা উত্তর করিল "এই অন্ধকারে আমি কেমন করিয়া ঠিক করিব ?" বালিকা তখন আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া রোদন করিতে লাগিল, বলিল "পিতঃ! তুমি কোথায়! তোমার কন্যা ক্যাথারিণ্ আসিয়াছে। একবার কথা কও।"

সহসা তাহারা অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই সেই সৈনিক পুরুষ একটী আলোক লইয়া অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্যাথারিণ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শব অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আমারই সাধ্য। তোমরা একে স্ত্রীলোক, তাহাতে এই ঘোর অন্ধকার, এ কার্য্য তোমাদের নহে। একটু অপেক্ষা কর, আমিই ধর্ম্মযাজকের দেহ বাহির করিয়া দিতেছি।" বালিকা বলিল "আমি নিজেই পিতার শব বাহির করিয়া লইব, স্থির করিয়াছি। আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে না।"

সৈনিক। "ক্যাথারিণ্! তুমি বালিকা, তুমি যে আজীবন বন্দিনী হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগিতেছে না। দেখ, এই অন্ধকারময়ী রজনী তোমাকে পলায়নের অবসর প্রদান করিতেছে। তুমি ইহা ত্যাগ করিও না। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহাও আমি দিতেছি।"

ক্যাথারিণ্। সে কি? আমি সেনাপতির নিকট সত্যে আবদ্ধ, তাহা কখনই ভঙ্গ করিতে পারিব না।"

সৈনিক। "আমি পুরুষ। সত্য ভঙ্গ করা আমার পক্ষে পাপ; কিন্তু তোমার মত একটী বালিকা যদি নিজ স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা পালন না করে, তাহাতে, আমার বিবেচনায়,কিছুই পাপ নাই। আর, যাবজ্জীবন বন্দিদশায় যাপন করা কত যন্ত্রণা, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ।"

ক্যাথারিণ্। আমি বালিকা। আমার কোন প্রকার সামাজিক সংশ্রব নাই, তাই বলিয়া কি পাপ করিতে আমার অধিকার আছে? অন্ধকার যেমন ধনী দরিদ্র, বলবান দুর্ব্বল, উত্তম অধম, ও স্ত্রী পুরুষ বিচার না করিয়া সকলকেই সমানভাবে আচ্ছন্ন করে, পাপও সেইরূপ সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। পরাধীনতার কষ্ট যতই হউক না কেন, আমি সত্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় শবরাশির ভিতর হইতে একটী যাতনাসূচক স্বর শ্রুত হইল; কিন্তু কাহার স্বর প্রথমে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। পুনরায় সেই স্বর কর্ণগোচর হওয়াতে, বালিকা বলিল "ইহা আমার পিতার স্বর।" তখন আলোকের সাহায্যে সেই শবরাশি অন্তর করিয়া মুমূর্ষু ধর্ম্মযাজককে বহির্গত করা হইল। সৈনিক বলিলেন, "তোমরা এখন ইহাকে উঠাইও না। আমি সত্বর পাল্কী, বেহারা ও একজন ডাক্তার পাঠাইতেছি। এখন উঠাইলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া সত্বর ইহার মৃত্যু ঘটিতে পারে; অতএব বিলম্ব কর।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে পাল্কী ও ডাক্তার আসিল। ধর্ম্মযাজক সত্বর তাঁহার গৃহে নীত হইলেন।

প্রভাতে, ধর্ম্মযাজক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, ক্যাথারিণ্ বলিল, "পিতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিদায় দিউন, আমি চিরদিনের মত চলিলাম। আপনি এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। এখন ফ্রেডেরিকা আপনার সেবা করিবে, আমার ভাগ্যে উহা নাই। কি করিব? আমি সেনাপতির নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম যে আপনার দেহ কবরনিহিত করিয়া তাঁহার দাসীত্ব স্বীকার করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি জীবিত আছেন। আমার আর দুঃখ নাই; এখন চলিলাম।"

ধর্ম্মযাজক। "ক্যাথারিণ্! তুমি বন্দী?"

ক্যাথারিণ্। হাঁ, পিতঃ। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম। যখন আমি আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বনের ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম সেই সময় হইতে একটী অপরিচিত সৈনিক পুরুষ আমার সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তিনি কে, তাহা জানিতে পারিলাম না। দেখিলাম, সেনাপতির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। যাহাহউক, তাঁহার উদারতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বাস্তবিক ঈশ্বর-প্রেরিত। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ঐ শবরাশির ভিতর হইতে আপনাকে কোনমতে উদ্ধার করিতে পারিতাম না। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁহার মঙ্গল করিবেন। যাহাহউক, আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

ফ্রেডেরিকা কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল "তুমি কি নির্ব্বোধের মত কথা কহিতেছ! তুমি গেলে আমাদের প্রভুর সেবা করিবে কে? তোমাকে কি বলিব? মনে করিয়াছিলাম তোমার একটু বুদ্ধি আছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ

আর নাই। লোক-বলেই হউক, আর কৌশলেই হউক, অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া থাকে, আর তুমি বিনা আয়াসে এরূপ সুবিধা পাইয়াও পরিত্যাগ করিতেছ! আর, তোমার ন্যায় দরিদ্রা বালিকার কথা কাহারও হয়ত মনেই নাই। তবে তুমি কেন যাইবে? ইচ্ছা করিয়া কে পরের অধীন হইতে যায়? স্বাধীনতার ন্যায় মূল্যবান রত্ন আর কি আছে? লিভ-নিয়ার স্বাধীনতারক্ষার জন্য দেখ কত লোক প্রাণত্যাগ করিলেন। এই তোমার প্রতিপালকও পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলেন। আর তুমি এমন অমূল্য রত্ন পদ দ্বারা নিক্ষেপ করিতেছ? আমি আর কিছুই বলিতে চাই না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পার।" ক্যাথারিণ্ বিনীত ভাবে বলিল, "বৃদ্ধে! তুমি আমাকে প্রলোভিত করিতেছ? তাহা পারিবে না। সহজেই হউক,আর বলপূর্ব্বকই হউক, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। উহা রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। স্বাধীনতা অমূল্য রত্ন বটে, কিন্তু পাপ দ্বারা অর্জ্জিত স্বাধীনতা নীচাদপি নীচ। অতএব আর বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই।" বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তবু হৃদয়ের আবেগে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ক্যাথারিণ্! সত্য বলিয়াছ। পাপ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা নীচ লোকেরই কার্য্য। তুমি যে বিপদেই পড় না কেন, পাপ করিতে তোমার অধিকার নাই। আর, তুমি যে এই বিপদে পড়িয়াছ, ইহা যে কোন ভাবী মঙ্গলের সোপান নয়, তাহা তোমাকে

কে বলিল? পরমেশ্বর মঙ্গলময়। এসংসারে এমন কোন ঘটনাই হয় না, যাহার মধ্যে তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত বিদ্যমান নাই। পিতা যেমন পুত্রকন্যার কোন অপকার করিতে পারেন না, সেইরূপ পরমেশ্বর জীবনিচয়ের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না। অতএব, তুমি প্রশান্ত মনে সেই পরম দয়াবান বিশ্বপতির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও।” এই বলিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক কন্যার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একটু প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তখন ক্যাথারিণ্ তাঁহার ধর্ম্ম পিতা ও ফ্রেডেরিকাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অবিলম্বে সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন।

সেনাপতি। “তুমি আসিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আর আসিবে না।”

ক্যাথারিণ্। “সে কি মহাশয়! আমি ত বলিয়াছিলাম যে আসিব।”

সেনাপতি। “আচ্ছা, তুমি কি কার্য্য করিতে পার এক বার দেখি। আপাততঃ কিছু বাল্যভোগ প্রস্তুত করিয়া আন।”

ক্যাথারিণ্ দ্বিরুক্তি না করিয়া সত্বর রন্ধন শালায় গেল, এবং অবিলম্বে প্রচুর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সেনাপতির সমীপে উপস্থিত করিল। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক পুরুষ সেই স্থানে পূর্ব্বাবধিই বসিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিলেন, “ক্যাথারিণ্! তোমার বয়স কত?”

ক্যাথারিণ্। “তের বৎসর।”

সৈনিক। "সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তুমি তোমার পিতার শব অন্বেষণ করিতেছিলে, তখন কি তোমার একটু ভয় হয় নাই ?"

ক্যাথারিণ্। "আমি পিতার জন্যই ব্যস্ত ছিলাম, এজন্য ভয় করিবার অবকাশ ছিল না।"

সৈনিক। আমি তোমার ন্যায় নির্ভীক রমণীর মুখ যুদ্ধস্থলে সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা করি। সেনাপতি মহাশয়! আপনি যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে এই বালিকাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিতেন, তাহা হইলে আপনিও ইহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাশয়! এই বালিকাটীকে আমায় দিবেন ?"

সেনাপতি। "কেন, তুমি ইহাকে লইয়া কি করিবে ?"

সৈনিক। ইহার পাণিগ্রহণ করিব। এই বালিকা উপযুক্ত সৈনিকসীমন্তিনী হইবে। কেমন ক্যাথারিণ্! তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ ত ?"

ক্যাথারিণ্ একটু সলজ্জভাবে বলিল, "সেনাপতির আবাসে চিরকাল দাসীত্ব করা অপেক্ষা, আপনার ন্যায় উপকারী সৈনিকের সহধর্ম্মিণী হওয়া ত সৌভাগ্যেরই কথা।"

সৈনিক। "তবে আমার সঙ্গে আইস, তোমার সহিত কিয়ৎকাল বাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসি।"

অনন্তর উভয়ে বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে সৈনিক বলিলেন, "ক্যাথারিণ্! অদ্য হইতে ত তুমি আমার ভার্য্যা হইলে, কিন্তু আমার সম্ভ্রম ও বংশ মর্য্যাদার বিষয় কি কিছু জান ?"

ক্যাথারিণ্। "আমি আপনাকে আমার পরম উপকারী একটী সৈনিক বলিয়াই জানি।"

সৈনিক। "আমার ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীল একটী লোককে স্বামীত্বে বরণ করিতে তোমার কি একটুও ভয় হইল না? সদ্বংশ-জাত পুরুষের সহিত বিবাহিত হইতে সকল রমণীই ইচ্ছা করে। তোমার কি সে ইচ্ছা নাই?"

ক্যাথারিণ্। "আপনি যে আমাকে গ্রহণ করিলেন, আমার পক্ষে এইটীই যথেষ্ট। মৎসদৃশা নাম সম্ভ্রমবিহীনা বালা যে আপনার ন্যায় উন্নতমনা সৈনিকের পত্নী হইবে, ইহা কখনও আশা করি নাই। মহাশয়! এখন আমার প্রার্থনা এই যে আপনি যেন আমাকে ত্যাগ করিবেন না।"

তাঁহারা ক্রমশঃ এক প্রকাণ্ড শিবিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই শিবির সেনাপতির শিবিরাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য-শালী। ইহার চারিদিকে সুসজ্জিত প্রহরিগণ দণ্ডায়মান। ক্যাথা-রিণ্ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয় সৈনিক! এটী কাহার আবাস?" সৈনিক উত্তর করিলেন। "সম্রাটের। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি সম্রাটের নিকট হইতে বিবা-হের অনুমতি লইয়া আসি।"

সৈনিক চলিয়া গেলেন। ক্যাথারিণ্ দাঁড়াইয়া রহিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনার অবস্থার বিষয় স্মরণ করতঃ মনে মনে বলিতে লাগিল "ভগবন্! তোমার লীলা অনন্ত। তোমার অনন্ত মহিমা এ দীনা বালিকা কি বুঝিবে? তুমি কি ঘটনা হইতে কি উৎপাদন কর, তাহা তুমি ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারে না। বিপদের ঘনঘটা-

চন্দ্র অদৃষ্টাকাশে তুমিই সুখসূর্য্যের উদয় করিতে পার। আবার সুখের লহরীলীলার উপর দুঃখকুজ্ঝটিকারও অবতারণা করিতে পার। কোথায় চিরদিন অধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরপদসেবায় জীবন যাপন করিতে যাইতে ছিলাম, এখন আবার কিনা সৈনিকের পত্নী হইতে চলিলাম। তাই বলি প্রভো! এ সংসারে কোন্‌টী মঙ্গল আর কোন্‌টী অমঙ্গল, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া আমাদের বিষম ভ্রান্তি। অতএব, হে দয়াময় প্রভো! সুখে রাখ বা দুঃখে রাখ, তোমার প্রতি যেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি থাকে।

এই সময় একটী কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল "দেবি! আমাদের সম্রাট আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন" ক্যাথারিণ্ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কর্ম্মচারীর সহিত শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় গৃহসজ্জা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু তদপেক্ষা আরও একটী মোহকর ব্যাপার দর্শনে তাহার বাক্‌শক্তি যেন রহিত হইয়া গেল। সে দেখিল, চারিদিকে কর্ম্মচারিগণবেষ্টিত এক উচ্চ সিংহাসনে সেই সৈনিক পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্যাথারিণ্ সৈনিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রিয় সৈনিক! আপনাদের সম্রাট কোথায়! কর্ম্মচারিগণ ইঙ্গিত করিলেন। ক্যাথারিণ্ তখন বুঝিল যে তাহার পরম উপকারী সৈনিক আর কেহ নহেন, স্বয়ং রুসিয়ার অধিপতি প্রথম পিটর! বালিকা এই অদৃষ্টপূর্ব্বঘটনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি—আপনি আমার স্বামী?"

সম্রাট। "হাঁ ক্যাথারিণ্! আমিই তোমার স্বামী। রুসিয়ার অধিপতি তোমার ন্যায় সত্যপরায়ণা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবতী,

ও সৎসাহসযুক্তা রমণীকেই ভালবাসেন ও অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করেন। কেন, ক্যাথারিণ্! আমার রাজোপাধি কি আমাকে তোমার প্রেম হইতে বিচ্যুত করিবে?"

ক্যাথারিণ্। "না! আপনাকে আমি সৈনিক বলিয়াই ভাল বাসিব, ও সম্রাট বলিয়া শ্রদ্ধা করিব।"

অতঃপর সম্রাট সেই সভামধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে অদ্য হইতে এই রমণী রুসিয়ার সাম্রাজ্ঞী হইলেন। ক্যাথারিণ্ রুসিয়ার অধীশ্বরী হইয়া অনেক সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি একজন সামান্য কৃষকের কন্যা, লিভ্‌নিয়ার ধর্ম্মযাজক দ্বারা প্রতিপালিত। কেবল সাধুতারগুণেই রুসিয়ার সাম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন।

সক্রেটিস্।

যে সকল সাধু মহাত্মার জন্মগ্রহণে বসুন্ধরা ধন্যা হইয়াছেন, মহাপ্রাণ সক্রেটিস্ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহারা সত্যের যে বিজয় নিশান উত্থিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সমগ্র সভ্যজগত তাহারই নিম্নে দণ্ডায়মান। ইঁহাদের জীবন অন্ধকারময় জগতে উজ্জ্বল দীপ স্বরূপ, এবং ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মানবগণ সংসারে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়।

সুবিখ্যাত ধর্ম্মবীর ঈশার জন্মের ৪৬৭ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স নগরে এক দরিদ্র পরিবারে সক্রেটিস্‌সূর্য্যের উদয় হয়। তাঁহার পিতা একজন প্রস্তরখোদক ছিলেন, এবং তাঁহার মাতা ধাত্রীর কার্য্য করিতেন। সক্রেটিস্ অল্প বয়সেই পৈতৃক

ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রতি গাঢ় অনুরাগ থাকাতে অবসর ক্রমে নানাবিধ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার অতিশয় অনুসন্ধিৎসা ছিল। তখন এথেন্স নগরের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত রাখিয়া পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। সক্রেটিস্ তাঁহাদের নিকটে গিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা শ্রবণ করিতেন। কিন্তু তাৎকালিক পণ্ডিতেরা কল্পনামূলক সিদ্ধান্তই প্রচার করিতেন। সক্রেটিসের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি নিজের পরীক্ষা-লব্ধ সত্য সিদ্ধান্তসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখনও কোন প্রকাশ্য বক্তৃতা, বা কোন পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন না। পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হয়ত দেখিলেন যে, এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহা দম্ভের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। অমনি সক্রেটিস্ অনুগত শিষ্যের ন্যায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কোন একটী প্রশ্ন করিতেন। পণ্ডিত তাহার মীমাংসা করিতে লাগিলে, সক্রেটিস মধ্যে মধ্যে বিপরীত যুক্তি দেখাইতে আরম্ভ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে আপনার তর্কজালে এমন জড়িত করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি অবশেষে বিপদগ্রস্ত হইয়া সক্রেটিসের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতেন। সক্রেটিসের মত সত্য ও ন্যায়ের উপর স্থাপিত ছিল। তাঁহার জীবন্ত সত্যের নিকট পণ্ডিতদিগের কল্পনামূলক সত্য দাঁড়াইতে পারিত না। এইরূপে পণ্ডিতগণ পরাজিত হইতে আরম্ভ হইলে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি প্রশ্নোত্তর দ্বারা শিষ্যদিগকে শিক্ষা

প্রদান করিতেন। ইহাতে তাঁহার মতগুলি শ্রোতৃবর্গের মনো-মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যাইত। এই প্রকার শিক্ষা-প্রণালীকে সক্রেটিক্ শিক্ষা-প্রণালী বলে, এবং ইহা তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। প্লেটো, জেনোফন্, ইউক্লিড, এপলোডোরাস্, এরিষ্টিপিয়াস্, পিয়ো ও ক্রিটিয়স্ই তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রধান। এই সকল মহাত্মা জগতের স্তম্ভ স্বরূপ। ইঁহারা যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন সভ্যজগত অদ্যাপি সে সকলকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ইঁহাদের দ্বারা সক্রেটিসের মহত্ত্ব উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে! সক্রেটিস্ সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর শূন্য ছিলেন, এবং অর্থের প্রতিও তাঁহার আসক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদা ক্যান্ভাসের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন,এবং অতি সামান্য খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকিতেন। ইহার কারণ তিনি এই বলিতেন যে যতই নিজের ব্যয় হ্রাস করা যায় ততই প্রাণ পরমেশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়। বিলাসিতা যত বাড়িবে, ততই অর্থের প্রয়োজন হইবে,এবং সময় ও তত অধিক ব্যয়িত হইবে। সমস্ত দিবস অর্থোপার্জ্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিলে, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় ভগবচ্চিন্তা করিতে গেলে নিদ্রারই আবেশ হয়। একবার এক রাজা বৃত্তি-দিয়া সক্রেটিস্কে নিজ দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "৶৫ পয়সা দৈনিক উপার্জ্জন হইলে এথেন্স নগরে উদর পূরিয়া আহার করা যায়, এবং এই পরিমাণে উপার্জ্জন তাঁহার হইয়া থাকে। তবে অধিক অর্থ লইয়া কি করিবেন?"

সক্রেটিস্ দেখিতে অতিশয় কুৎসিৎ ছিলেন। এক জন লোক তাঁহার কুৎসিৎ আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাকে দেখিলে বোধ হয় অতি দুষ্ট লোক"। সক্রেটিস্ বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয়! আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। আমার আকৃতিও যেমন বিশ্রী, মনও সেই-রূপ মলিন। কেবল জ্ঞানবলে আমার উশৃঙ্খল চিত্তকে বশীভূত করিয়াছি।" তাঁহার একটী শিষ্য একবার বলিয়া-ছিলেন "সক্রেটিস্ দেখিতে পশুসদৃশ; কিন্তু ঐ পশুর আকৃতির মধ্যে একটী দেবতা লুকায়িত রহিয়াছেন। যখন সেই পশুরূপী দেবতা তত্ত্বসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন আবাল বৃদ্ধ সকলেই মোহিত হইয়া যায়।"

এই মহাত্মা ক্ষমাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক জীবনেই ইহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদীয় পত্নী জেন্থিপী সাতিশয় মুখরা ছিলেন। এক দিবস কোন কথা লইয়া জেন্থিপী স্বামীকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ কোন উত্তর না দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতে ছিলেন, ইহাতে তাঁহার পত্নী ক্রোধে অধীরা হইয়া এক কলস অপরিষ্কার জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। তিনি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম এত গর্জ্জনে বর্ষণ অবশ্যম্ভাবী।" আর এক দিন একটী লোক তাঁহাকে বিশেষ অপমানিত করে। ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু সক্রেটিস্ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "যদি কেহ কুৎসিৎ হয়, তাহাকে কি তোমরা প্রহার কর?" শিষ্যগণ

বলিলেন "না।" তখন সেই উদার চরিত মহাত্মা বলিলেন "এই ব্যক্তির মনটী সাতিশয় মলিন, তজ্জন্য আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব ইহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে।"

এই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত জ্ঞানে যেমন অতুলনীয় ছিলেন, শৌর্য্যবীর্য্যে ও সেইরূপ অনুপমেয় ছিলেন। একটী যুদ্ধে নিজদলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তিনি অতি গম্ভীরভাবে শয়নমন্দিরে পাদচারণ করার ন্যায় ধীরে ধীরে, শত্রুমিত্রের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অপর একটী যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীর্য্য ও অদ্ভুত সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রায় হস্তক্ষেপ করিতেন না, কিন্তু যে দুইবার করিয়াছিলেন তাহাতে অপূর্ব্ব স্বাধীনচিন্তা ও প্রশংসনীয় নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্গিনুসী-যুদ্ধ-প্রত্যাগত সেনানীদিগের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। মহানুভব সক্রেটিস্ সেই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে একাকী বিষম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আর একবার ত্রিংশৎ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাদের বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, প্রাণ গেলেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। ইহাই তাঁহার এত সাহসের কারণ ছিল।

সিনেট যদি কাহাকেও কোন বিষয়ে অপরাধী স্থির করিতেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য একটী প্রকাশ্য স্থলে লিখিয়া দেওয়া হইত। একদিবস প্রাতে সকলে দেখিল যে, সেই স্থানে এইরূপ একটী আদেশ লিখিত রহিয়াছে—"সক্রেটিস্ অপরাধী। প্রথমতঃ, সে পূর্ব্ব পুরুষদিগের উপাসিত দেবদেবীর

প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, সে স্বকল্পিত দেবতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে সকলকে প্ররোচিত করে। তৃতীয়তঃ, সে কুশিক্ষা প্রচার করিয়া যুবকদিগের নীতি কলুষিত করিতেছে।” এই আজ্ঞা পাঠ করিয়া সপ্ততিপর বৃদ্ধ সক্রেটিস্ মনে করিলেন যে তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এজন্য পরমেশ্বর তাঁহাকে অমর-রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তথায় গিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত ভগবৎ প্রেমামৃত পান করিবেন, এই আনন্দে মহাত্মার হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিচারকদিগের সমীপে উপ-স্থিত হইয়া সতেজে বলিলেন “আমার নামে অন্যায় অভিযোগ করা হইয়াছে।” পরে তাঁহার প্রধান বিপক্ষ মেলেটাস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আমি যে যুবকদিগের নীতি কলুষিত করিয়া দিতেছি, এ কথা তাহাদের আত্মীয়গণ বলে না, তুমি কিরূপে বলিলে?” আবার বিচারকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ইহাও কি সম্ভব যে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে সেনানিগণের বিচারকালে একাকী নির্দ্দোষীর পক্ষ হইয়া সমাজের বিদ্বেষকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে ত্রিংশৎ সংখ্যক অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার ভ্রুকুটিকে গ্রাহ্য করে নাই, ইহাও কি সম্ভব যে, সে অদ্য কর্ত্তব্যের ভূমি পরিত্যাগ করিবে?”

তিনি এথিনীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকি, এবং আজীবন তোমাদিগের হিতের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আমি যতক্ষণ জীবিত থাকিব ততক্ষণ তোমাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে অনুরোধ করিব। এই নিমিত্তই ঈশ্বর আমাকে

সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য যদি তোমাদিগের নিকট আমি জীবন ভিক্ষা করি, তবে তোমাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে যে ভগবান নাই। কিন্তু তাহা নহে, আমি বিশ্বাস করি তিনি আছেন, এবং আমি আমার অভিযোগকারিগণের অপেক্ষা উচ্চতর রূপে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমি আমার বিচারের ভার তোমাদেরও পরমেশ্বরের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

পাঁচ শত পঞ্চাশজন উপস্থিত সভ্যের মধ্যে দুই শত অশীতি জন তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাঁহাদের বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তৎকালে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড চাহিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা চাহিলেন না। এখন তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিকতর তেজে পূর্ণ হইল। তিনি অবিচলিত-হৃদয়ে বলিলেন "সাধারণের হিতকারী বন্ধু বলিয়া আমি আপনাদের সম্মানের পাত্র, এবং সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে আমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত, এবং আমি ত অন্য কোন রূপ দণ্ডের কথাই বলিব না, কারণ আমি কোন অপরাধই করি নাই; তবে আমার বন্ধুগণ আমাকে দরিদ্র দেখিয়া ত্রিশ মিনি (প্রায় দুই সহস্র টাকা) দিতে সম্মত আছেন; অতএব, যদি তাহা দিলে হয়, তবে তাঁহারা তাহা দিতে পারেন।"—তাঁহার এই অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সকলে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। পুনরায় সকলের মত গ্রহণ করা হইল। এইবার অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রাণদণ্ডের পক্ষে মত দিল।

অবশেষে তিনি বলিলেন " পরলোকে কতই আনন্দ পাইব!

দেবতা ও সাধুগণের সহিত পবিত্র জ্ঞানামৃতপানে পরমতৃপ্তি লাভ করিব! হে বিচারকগণ! তোমরা আনন্দিত হও, এবং জানিও যে ইহকালে বা পরকালে সাধুব্যক্তির কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। এখন আমার যাইবার সময় উপস্থিত; আমরা নিজ নিজ পথে যাই। আমি মৃত্যু পথে, তোমরা জীবন পথে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে অধিক সুখী, ভগবান তাহার বিচার করিবেন।"

ঐদিবস এথিনীয়গণ ডেলস্ দ্বীপে একমাসের জন্য তীর্থযাত্রা করিল। তাহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণদণ্ড করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং সক্রেটিস্ পরলোকযাত্রার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে একমাস সময় পাইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল; এবং তিনি শিষ্যগণের সহিত ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিবসত্রয় পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ক্রিটো আসিয়া বলিলেন "আপনি পলায়ন করুন; আমি কারাধ্যক্ষ ও সাক্ষীগণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিব।" সক্রেটিস্ উত্তর করিলেন "আমি পলায়ন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু এমন স্থানে আমাকে লইয়া যাইতে হইবে, যেখানে মৃত্যু নাই।" ক্রিটো হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সেই মহাত্মা আবার বলিলেন "কি! যে ব্যক্তি জীবনের অর্দ্ধশতাধিক বর্ষ স্বদেশবাসিগণকে সত্যের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছে, সে কি আজ প্রতারণা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে? সত্য যেন বীণা-নিন্দিত-স্বরে বলিতেছে "অন্য কাহারও কথা শুনিও না।" ইহার পর তিন দিবস অতীত

হইল। অদ্য মৃত্যুর দিন উপস্থিত। কারাগারের সম্মুখে বন্ধুগণ একত্রিত হইলেন; তাঁহার মুখরা স্ত্রী জেন্থিপী একটী শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বন্দিগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। স্ত্রীকে অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়া সক্রেটিস্ ক্রিটোকে আদেশ করিলেন "ক্রিটো! কাহাকেও বল ইঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। জেন্থিপী প্রস্থান করিলে তিনি প্রফুল্লভাবে বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আজি মৃত্যু হইবে, এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আত্মার যে মৃত্যু নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, শরীররূপ কারাগার হইতে আত্মার মোচনের নামই মৃত্যু। জীবনের পর মৃত্যু আসে; কিন্তু মৃত্যুর পর আবার জীবন আসিয়া থাকে। যদি দেহের বিলয়প্রাপ্তিই জীবনের চরমসীমা হয়, তবে কি দুষ্টলোকেরা দণ্ড পাইবে না?" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সেই সত্যপ্রিয় মহাবীর সহাস্য বদনে বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং বিষপাত্রদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট চিরদিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অমর ধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর সময় সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে মরালগণ মৃত্যুকালে যেরূপ অধিক নৃত্য ও সংগীত করে, আমিও সেইরূপ জীবনসন্ধ্যার গান গাহিতে গাহিতে সুরলোকে চলিয়া যাইতেছি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ক্রিটোকে বলিয়াছিলেন "আমি এস্কেপিয়াসের নিকট একটী কুকুট ঋণ করিয়াছিলাম; উহা পরিশোধ করিতে ভুলিও না।"

এই মহাত্মা সুরসিক অথচ গম্ভীর, আমোদপ্রিয় অথচ ধীর

ছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমাবেশ এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নিজ গৃহে বা রণস্থলে, সুখে বা দুঃখে, কোন অবস্থাতেই তাঁহার আত্মার শান্তি নষ্ট হইত না। তাঁহার শরীরেও যেমন প্রভূত বল ছিল, আত্মারও সেইরূপ অসাধারণ শক্তি ছিল। এমন সত্যপ্রিয় ধর্ম্মবীর প্রায় দেখা যায় না।

উল্কাপাত।

১২৯২ হিজরি শকের অগ্রহায়ণ মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় প্রাকৃতিক জগতে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। সায়ংকালীন তমসে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে দেখা গেল যে, অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্খলিত হইয়া নভোমণ্ডলের এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। অন্ধকার রাত্রিতে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে প্রায় প্রত্যহই এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্খলিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রাত্রির ব্যাপার স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে এই অদ্ভুত দৃশ্য সকলের নয়ন আকর্ষণ করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখান হইতে উক্ত জ্যোতিষ্ক সকল বিনির্গত হইতেছে না। তৎকালে সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কেহ কখন অবলোকন করেন নাই। অনেকে ঐ সকল জ্যোতিষ্ক পদার্থকে নক্ষত্র বা তারকা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক উহারা নক্ষত্র নহে।

নক্ষত্র কি পদার্থ, তাহা আমরা অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সহজ চক্ষে আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে নক্ষত্র সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় নভোমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু উহাদিগকে যেরূপ ক্ষুদ্র দেখা যায়, প্রকৃত পক্ষে উহারা সে রূপ নহে। নক্ষত্রগণ একএকটী কত বড় তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না, উহাদের বৃহত্ত্ব মনুষ্যের কল্পনাশক্তির অতীত। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, অথবা দিগন্তবিস্তৃত নীরনিধির আয়তন ও কল্পনা করিতে পারি, একএকটী নক্ষত্রের আয়তন যে কিরূপ তাহা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সূর্য্য যে কিরূপ প্রকাণ্ড পদার্থ তাহা ভূগোলশাস্ত্রঅধ্যয়নশীল ছাত্র কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। সূর্য্যের সহিত তুলনা করিলে পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণা সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই অতি প্রকাণ্ড সূর্য্যকে এক একটী নক্ষত্রের সহিত তুলনা করিলে উহাও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমিত হয়। পৃথিবী হইতে ইহাদিগের দূরত্ব নির্ণয় করা এক প্রকার সাধ্যাতীত। অনেক দূরে আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র দেখায়।

একটী নক্ষত্র যে কত বৃহৎ, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিলাম। এখন দেখা যাউক যে আকাশ-তল হইতে ইহাদের স্খলিত হওয়া সম্ভব কি না। একটী গুবাকের উপর বৃহৎ একখণ্ড শিলা পতিত হইলে উহা যেমন এককালে চূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ পৃথিবী অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বৃহৎ একটী নক্ষত্র সহসা ইহার উপর পতিত হইলে ইহা যে অবশ্যই চূর্ণীকৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা সময়ে সময়ে যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখি, সে

গুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র। উহাদিগকে উল্কা বলে। লোকে যাহাকে নক্ষত্রপাত বলে, তাহা বাস্তবিক নক্ষত্রপাত নহে, উল্কাপাত। পৃথিবীর সহিত তুলনায় ইহারা এত ক্ষুদ্র যে শত শত উল্কা পতিত হইলেও একটা সামান্য পুষ্করিণী পূর্ণ হয় না। ইহারা গ্রহসকলের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়ত আকাশ—পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। প্রতি রজনীতেই উল্কাপাত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সে রাত্রিতে যে কত উল্কাপতিত হইয়াছিল তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। একরাত্রিতে আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরে প্রায় সার্দ্ধদ্বিলক্ষ উল্কাপিণ্ড পতিত হইয়াছিল। ইহা ত তুচ্ছ কথা যদি এক রজনীর মধ্যে কোটি কোটি উল্কা ও পতিত হয়, তথাপি উহাদের সংখ্যা পূর্ব্ববৎ অগণ্য থাকিবে। সুতরাং উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে?

উল্কাগণ প্রস্তরে গঠিত, এবং উহাদের মধ্যে লৌহ ও গন্ধকও দৃষ্ট হয়। সুতরাং উল্কাপাতকালে এক একটা প্রস্তর স্তূপই কক্ষচ্যুত হইয়া প্রভূতবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর ন্যায় উল্কাগণও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, উল্কাগণও তেমনই সূর্য্যের চারিদিকে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিতেছে। পৃথিবী ও উল্কাগণ এইরূপ নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে, যখনই কোন উল্কা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই পৃথিবীর আকর্ষণে উহা পৃথিবীর দিকে প্রভূতবেগে ধাবিত

হয়! ইহাই উল্কাপাতের এক মাত্র হেতু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এত যে অসংখ্য উল্কাপতিত হইতেছে, ইহাতে করকা-পাতের ন্যায় পৃথিবীর উপর প্রকাণ্ড প্রস্তররাশি স্তূপীকৃত হইয়া যায় নাই কেন? আমরা গগনমণ্ডল হইতে উল্কা-রাশি স্খলিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু পৃথিবীর উপর তাহার ত কোন চিহ্নই পাই না। উহারা কোথায় যায়? প্রকৃতই, বিষয়টা আপাততঃ বড় বিস্ময়কর বোধ হয়।

দুইটী কঠিন পদার্থ পরস্পর ঘর্ষিত হইলে, উত্তপ্ত হইয়া উঠে। অত্যধিক বেগে ঘর্ষণ হইলে অগ্নি উৎপন্ন হওয়া ও বিচিত্র নহে। এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া এক বার উল্কাপাতের বিষয় চিন্তা কর। উল্কাগণ পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইবার সময় অত্যন্ত বেগে ছুটিতে থাকে। এই অবস্থায় যদি কোন পদার্থের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিশ্চয়ই তাহারা উত্তপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু শূন্যমার্গে এমন কোন পদার্থ কি আছে যাহার সহিত উল্কাগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে?—আছে বৈ কি। অনন্ততরঙ্গমালা—বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় যে বায়ুসমুদ্রে ধরণী নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহাকে ভেদ না করিয়া উল্কাগণ কখনই পৃথিবীতে আসিতে পারে না; সুতরাং বায়ুর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। এই ঘর্ষণে এত উত্তাপ জন্মে যে, তাহাতে উল্কাগণ একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এ কথায় অনেকে হয়ত বলিবেন যে, আমাদের শরীরও ত বায়ুর ভিতর দিয়া সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে তবে তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না কেন?—উল্কাগণ

যেরূপ ভীষণবেগে বায়ুর মধ্য দিয়া ছুটিতে থাকে, আমরা ত সেরূপ করিনা; এইজন্য বায়ুর সহিত ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হওয়া দূরে যাউক, শরীর একটুও উত্তপ্ত হয় না।

পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া একটী উল্কা বায়ুসাগরে যেমন প্রবিষ্ট হয়, অমনি বায়ুর সহিত ঘর্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এইরূপে প্রজ্বলিত হওয়াতে ইহার প্রস্তর, লৌহ, ও গন্ধকাদি বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুসাগরে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং উল্কা আর ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে না। যদি উপরোক্ত প্রকারে তাহারা বাষ্পে পরিণত না হইত, তাহা হইলে তাহাদের আঘাতে পৃথিবীস্থ জীবকুলের ও উদ্ভিদাদির আর রক্ষা থাকিত না। সময়ে সময়ে যে দুই একটী উল্কা পৃথিবীর উপর পতিত হয়, তাহাতেও আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, উহারা পৃথিবীতল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়।

দুইখানি ছবি।

কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ সর্ব্ব প্রকার অনর্থের নিদান। বাল্যকাল হইতে যে যেরূপ সংসর্গে থাকে, তাহার চরিত্র তদনুরূপ হয়। জীবনের প্রভাত হইতে সাধুসঙ্গে বাস ও সদালোচনা করিতে অভ্যাস করিলে চিরকাল তাহাই ভাল লাগে। কিন্তু অসাধু লোকের কার্য্যকলাপ একবার মিষ্ট বোধ হইলে, সাধুসহবাস সহজে ভাল লাগে না। এই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া অসৎসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সৎসঙ্গে বাস করা প্রত্যেকেরই

কর্ত্তব্য। নিম্নে দুইটী চিত্র প্রকটিত হইল, ইহাতে সঙ্গের প্রতাপ প্রমাণিত হইবে।

কোন এক বহু লোকাকীর্ণ প্রাচীন জনপদে একটী বিখ্যাত আলেখ্যকার বাস করিতেন। চিত্রাঙ্কনকার্য্যে তাঁহার অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ছিল। তিনি যাহা দর্শন করিতেন, তাহার অবিকল প্রতিরূপ এমন সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতেন যে, মূল ও প্রতিরূপে আদৌ কোন পার্থক্য বুঝা যাইত না। তদীয় কর্ম্মশালা নিরন্তর চিত্রাঙ্কনপ্রার্থী লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে নিরন্তর বাস করিয়াও চিত্রকর মনে মনে কেমন এক অতৃপ্তি অনুভব করিতেন। তিনি ভাবিতেন সংসারে দোষশূন্য কোন পদার্থই ত দেখিতে পাইনা। এমন যে অপূর্ব্ব সুন্দর সোমদেব, যাঁহার সুস্নিগ্ধ কৌমুদীপাতে প্রকৃতিদেবী অনুপম শোভাময়ী, যাঁহার মনোমোহন রূপ দর্শনে কবির হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করে, পাপীর পাপজ্বালা প্রশমিত হয় ও সাধু প্রেমরসে বিগলিত হয়েন, তাঁহাতেও কলঙ্ক আছে। এমন যে সুন্দর পঙ্কজ়েও কণ্টকের অধিকার। তবে পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ কি পাওয়া যায় না? এই চিন্তাই তাঁহার প্রাণের তৃপ্তি হরণ করিয়াছিল। তিনি আর গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না, সুখসেব্য দ্রব্যাদির উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিবস কোন এক নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বিকসিত-কমল-সদৃশ একটী শিশু দাসীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে। চিত্রকর এই শিশুর মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি দেখিলেন যে, তাহার প্রফুল্ল আননে স্বর্গীয় পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হই-

তেছে, যেন, মনুষ্য কত সুন্দর হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা নির্জ্জনে বসিয়া এই অতুল রূপশালী শিশুকে গঠন করিয়াছেন। চিত্রকরের অভিলষিত পদার্থ মিলিল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া গৃহস্বামীকে বলিলেন, "মহাশয়! অনুমতি করিলে এই সুন্দর শিশুর মুখচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া লই; কারণ, আমার মনে বহুদিবস হইতে এই ইচ্ছা হইয়াছে যে, পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ প্রাপ্ত হইলে আমি তাহার প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া গৃহপ্রাচীরে ঝুলাইয়া রাখিব"। গৃহস্বামী অনুমতি দিলেন। আলেখ্যকার শিশুর ছবি লইয়া গৃহে স্থাপন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

বহুকাল পরে চিত্রকর এক দিবস ভাবিলেন যে, পূর্ণ পবিত্রতার ছবির পার্শ্বে পূর্ণ অপবিত্রতার ছবি না থাকিলে পবিত্রতার মর্য্যাদা প্রকাশ পায় না। পুনরায় তিনি আদর্শের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু বহু ভ্রমণেও অভিলষিত আদর্শ মিলিল না। অবশেষে একদিন উক্ত নগরের কারাগার দর্শন করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন; এবং কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বন্দিগৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবার সময় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই স্থানে অবশ্যই অভীষ্ট আদর্শ লাভ করিবেন। কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার নহে। দুঃখিত মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মৃত্তিকার নিম্নস্থিত একটী অন্ধকারময় গৃহের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ঘরটীতে কি থাকে। সে বলিল "মহাশয়! উহার মধ্যে একটী ভয়ানক অপরাধী

আছে"। চিত্রকর কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া একটী আলোকের সাহায্যে গৃহমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। এক বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর জীব ঐ গৃহের একমাত্র অধিবাসী। ঐ জীব একটী মনুষ্য; কিন্তু সেরূপ জীবকে মনুষ্য বলিলে মনুষ্য নামে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ ভয়ানক নররাক্ষসের হস্তপদ সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। দয়া, বিনয়, ক্ষমা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি কখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তাহার প্রত্যেক রোমকূপ দিয়া পাপের বিষম দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইয়া যেন গৃহটীকে বন্দিদিগেরও বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মূর্ত্তিমান নরক বলিয়া প্রতীতি হয়। চিত্রকর কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া দুই পদ পশ্চাতে গেলেন। পরে উহাকেই পূর্ণ অপবিত্রতার আদর্শ স্থির করিয়া কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া উহার প্রতিরূপ গ্রহণ করিলেন। এইবার পুণ্যের ছবির পার্শ্বে পাপের ছবি ঝুলাইয়া চিত্রকরের মনের সাধ পূর্ণ হইল।

কিয়ৎকাল পরে চিত্রকর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ঐ কারাবদ্ধ জীব আর কেহ নহে; শৈশবকালে যে শিশু পুণ্যের অকলঙ্ক মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বিমোহিত করিয়াছিল, সে যৌবনকালে কুসংসর্গে পতিত হইয়া ভয়ানক মদ্যপায়ী হইয়া উঠে। পরে মদ্যপানের ফলস্বরূপ নানাবিধ কুক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া পিতামাতার এবং সমাজের কণ্টক হইয়া উঠে। অনন্তর এক উৎকট অপরাধে ধৃত হইয়া সে উক্তবিধ রাজদণ্ড ভোগ করিতেছে।

পাঠক! দেখিলে কুসংসর্গের কত শক্তি! যে বাল্য বয়সে আপনার মধুর মূর্ত্তি দেখাইয়া পিতামাতা ও স্বজনবর্গের মনোহরণ করিয়াছিল, সে আজ যৌবনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সম্মোহন রূপের কোথায় উৎকর্ষ সাধন করিবে, না আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সকলকে সন্ত্রস্ত করিতেছে! আরও দেখিলে, মদ্যপান অশেষ পাপের জনয়িতা। যদি ঐ যুবক মদ্যপান না করিত, তাহা হইলে তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না। তরুণ পাঠক! তুমি এখন স্বর্গের জীব। দেখিও যেন, উক্ত নরপিশাচের মত হইয়া আত্মীয় স্বজনের যন্ত্রণার কারণ হইও না।

আত্ম-মর্য্যাদা।

একদা প্রচণ্ড ঝড়ের সময় একটী ক্ষুদ্র বারিবিন্দু সাগরবক্ষ-চ্যুত হইয়া একটী তরঙ্গের শীর্ষস্থিত ফেন রাশির উপর পতিত হইল। আপনাকে স্বগণভ্রষ্ট ও তরঙ্গ বেগে নীয়মান দেখিয়া, এবং তাহার কোনই প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া, সেই বারিবিন্দুটী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "এই বিশাল হইতে বিশালতর বারিধির অতি প্রকাণ্ড শরীরের তুলনায় আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। এই অসীম তরঙ্গমালার ঐন্দ্রজালিক শক্তির সহিত আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তির তুলনা করিলে, আমার অস্তিত্ব বিষয়েই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। হায়! মৎসদৃশ ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে পৃথিবীর কোন প্রকার উপকার হইতে পারে বলিয়া

বিশ্বাস হয় না। আমার আর প্রাণধারণে ফল কি? এরূপ পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ”। বারিবিন্দুটী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় একটী বৃহদাকার শুক্তি তৃষিত হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ক্রমে তরঙ্গের সহিত ভাসিতে ভাসিতে সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ শুক্তি সিংহলের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথায় একজন শুক্তিব্যবসায়ী ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিহত হইল। সেই ধীবর দেখিল যে, সেই শুক্তির উদর মধ্যে একটী অত্যুজ্জ্বল ও পরম সুন্দর মুক্তা রহিয়াছে। কালক্রমে সেই মুক্তা বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া পারস্য দেশের অধিপতির ভাণ্ডারে স্থান পাইল। তৎপরে উহা পারস্যনৃপতির মহামূল্য স্বর্ণ কিরীটের মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তখন সেই জলবিন্দুটী এতদূর উন্নতাবস্থা লাভ করিয়া বলিতে লাগিল “আমি কি নির্ব্বোধ! আমার জানা উচিত ছিল যে, জগতে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেও সময়ে সময়ে প্রভূত ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। এই সুবিস্তৃত বিশ্ব-রাজ্যে কেহই বৃথা আইসে নাই, এবং কাহারও জীবন অনুপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সকলেই বিশ্বপতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এখানে আসিয়াছে। যখন একবিন্দু লবণাক্ত বারি হইতে সুবর্ণকিরীট-শোভিনী মুক্তার জন্ম হইতে পারে, তখন নিরাশার দাস হইয়া কালহরণ করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। বিশেষতঃ, উত্তম সংসর্গ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে ধূলিমুষ্টিও স্বর্ণমুষ্টি

হইয়া যায়। সুতরাং, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আশান্বিত মনে কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়, এবং সৎ-সংসর্গ লাভ করিয়া জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক”।

উল্লিখিত গল্পটীতে ক্ষুদ্র বারিবিন্দু যে মহান্ সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিল, তাহা প্রত্যেক লোকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক সামান্য বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্র বলিয়া কেহই ঘৃণিত হইতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় মহদ্ব্যাপারের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকে। অণু হইতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ যে বিশাল বটতরু, উহাও একটী অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন। অতএব, ক্ষুদ্রকে ঘৃণা করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। পরমেশ্বর ক্ষুদ্রকে যে শক্তি, যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপব্যবহার করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাস ও বৃদ্ধি।

বিবিধ কারণবশতঃ এই সাগরাম্বরা ধরণীর দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। বড় এক পসলা বৃষ্টির পরে দেখা যায় যে, চতুর্দ্দিক্ হইতে মলিন জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। মেঘ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহার সহিত বায়ুসংস্থিত ধূলিকণা ও অপরাপর পদার্থ মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প। তবে এত কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল?—সকলেই বলিবে যে পথ, ঘাট, বাটীর ছাদ প্রভৃতির ধূলি, কর্দ্দম ও আবর্জ্জনারাশি

বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে এত মলিন করে। বৃষ্টির সময় শস্যক্ষেত্রে গমন করিলেও ঐরূপ মলিন জলধারা প্রবাহিত হইতে দেখিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টির জলে পৃথিবীর উপরিভাগ ধৌত হইয়া যায় বলিয়াই এরূপ হয়। এই কর্দ্দমমিশ্রিত জলরাশি বিবিধপথে নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে পতিত হয়, এবং ক্রমশঃ স্রোতঃ বহিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই জন্য নদীর জল বর্ষাকালে কর্দ্দমাক্ত থাকে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যাঁহারা নদীতে স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্নানের বস্ত্র ও গাত্রমার্জ্জনী গৈরিক বসনের বর্ণ লাভ করে। যাহা হউক, আমাদের এই বর্ষাপ্রধান দেশে প্রতিবৎসর উপরোক্ত নিয়মে যে কত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে? অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশে বৃষ্টিপাত বহুল পরিমাণে অল্প হইয়াছে; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইঁহাদের মতে বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বে পৃথিবীর বৃষ্টিজনিত ক্ষয় অত্যন্ত অধিক হইত।

বর্ষাকালে কর্দ্দমাক্ত জলের সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পদার্থ নদীতে পতিত হইয়া থাকে। বৃক্ষপত্র, প্রস্তর, কর্দ্দম, বালুকা প্রভৃতি স্রোতে পড়িয়া সমুদ্রাভিমুখে নীত হয়। এই সকল প্রস্তর পরস্পরের সংঘর্ষণে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং বৃহৎ প্রস্তর সকল নদীর তলদেশে পতিত হইয়া স্রোতের বেগে নীয়মান হইতে থাকে। নদীর স্রোত যে পর্য্যন্ত বিশেষ প্রবল থাকে, সে পর্য্যন্ত উহার সহিত কর্দ্দম ও অন্যান্য বস্তু বাহিত থাকে, তাহা বিশেষ বাধাতীত এক স্থানে নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারে না। কিন্তু ঐ স্রোত যতই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই সমুদ্রের জলরাশির প্রতিঘাতে উহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে, এবং উহার সহযাত্রী কর্দ্দমাদি নদীর পতনস্থানের নিকটেই সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থ এত উচ্চতা লাভ করে যে, জোয়ারের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমুদ্রবারি উহার উপরে উঠিতে পারে না। কালে সমুদ্রস্রোতের সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে বিবিধ বৃক্ষলতাদির বীজ ঐ দ্বীপে আনীত ও অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ ঐ বৃক্ষলতাদির পত্র পতিত হইয়া ঐ দ্বীপ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, জোয়ারের জলও উহার উপর উঠিতে পারে না। তখন উহা কর্ষণোপযোগী ও মনুষ্যের বাসের যোগ্য হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সমস্ত নিম্ন বাঙ্গালার উর্ব্বরাভূমি এই উপায়ে উৎপন্ন হইয়াছে।

এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম যে, বৃষ্টিপাতে ক্রমাগত পৃথিবীর স্থলভাগের ক্ষয়ই সাধিত হইতেছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত ভূভাগের কিয়দংশ দ্বারা নূতন ভূমি গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই সমুদ্রের অতলগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে।

সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তীরস্থিত মৃত্তিকা নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদ্যপি এই ক্ষতি পূরণের কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে এত দিন সমস্ত ভূভাগ সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইত; কারণ, সমস্ত পৃথিবীর দুই ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল। কিন্তু, অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। দুইটী কারণে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূভাগের কোন কোন অংশ সময়ে

সময়ে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হয়। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্ষতির পূরণ হইয়া থাকে। যদিও ঐ কারণে ভূপৃষ্ঠের অংশ বিশেষ আবার অবনতও হইয়া যায়, কিন্তু সাকল্যে, উত্থাপিত অংশের পরিমাণ অধিক থাকে। সে দুইটী কারণ এই :—

প্রথম। ভূমিকম্প। ইহা দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন অংশ স্থায়িরূপে উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলি প্রদেশের উপকূলভাগে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল। পরে সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, কন্‌সেপ্‌সন উপসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জল হইতে প্রায় চারি কি পাঁচ ফীট উচ্চ হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে কন্‌সেপ্‌সন হইতে ২৫ মাইল দূরে সাণ্টামেরিয়া নামক একটী দ্বীপ দক্ষিণ পশ্চিমে আট ও উত্তরে দশ ফীট ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছিল, এবং ঐ অংশে শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি যে সকল সামুদ্রিক জীব সংলগ্ন ছিল, তাহারা জলাভাবে প্রাণত্যাগ করাতে চতুর্দ্দিক্ দুর্গন্ধময় হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত জলমধ্যস্থ বহুবিস্তীর্ণ একখণ্ড প্রস্তরময় সমতলভূমি জলের উপর উঠিয়াছিল এবং পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছিল যে, সেই স্থানে সমুদ্রের গভীরতাও প্রায় ৮।৯ ফীট হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যদিও এই সমস্ত ভূভাগ পরে কিয়ৎ পরিমাণে নিম্ন হইয়াছে, তথাপি ইহার অধিকাংশ অদ্যাবধি স্থায়িরূপে উন্নত রহিয়াছে। অনেক পণ্ডিত ইহাও সম্ভব মনে করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে উত্থাপিত হইয়া শত শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে। ১৮১১ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদীর উভয় তীরস্থ প্রদেশে উপর্য্যুপরি

কয়েকবার ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক স্থান এতদূর নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ সকল অংশ সেই পর্য্যন্ত হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটীর পরিধি প্রায় ৫০ মাইল।

ভূমিকম্প দ্বারা অনেক সময় এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড সহসা সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হয় যে, বহুকাল যাবৎ যে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পূরণ হইয়া যায়। সার্ চার্ল্‌স্ লায়র গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিলিদেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাতে মিসরদেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিডের লক্ষটীর যে ওজন তৎপরিমাণ বৃহৎ একটী শৈলখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার ভূভাগের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যদি একবার ভূমিকম্পে স্থলভাগের এত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের ক্ষতিপূরণের পক্ষে ভূমিকম্প যে বিশেষ কার্য্যকারী, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

দ্বিতীয়। অল্পে অল্পে ভূপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন :—পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ভূমিকম্প দ্বারা ধরণীর পৃষ্ঠদেশের যে সঞ্চালন হয়, তাহা আকস্মিক ও তাহার বল অত্যন্ত অধিক। এই আকস্মিক শক্তি ব্যতীত আর একটী শক্তি আছে। তাহার কার্য্য সহজ চক্ষে নিরূপণ করা দুষ্কর। কিন্তু বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই শক্তির কার্য্য অত্যন্ত ধীরগতিবিশিষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক শক্তি অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিত ও প্রবল। এমন অনেক পোতাশ্রয় ও সাগরতীরস্থিত প্রাচীর আছে, যেখানে এক সময় সমুদ্রতরঙ্গ ক্রীড়া করিত, কিন্তু এখন পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতেও জোয়ারের জল

উঠিতে পারে না। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মহাদেশের সমীপস্থ অনেক দ্বীপ উপদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। এমন অনেক গুহা আছে, যাহা সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা খাত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু, এখন তাহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, যে সমুদ্রের জল তথায় পহুঁছিতেও পারে না। শত শত ফীট উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে সমুদ্রের জল উঠিতে পারে না, এমন স্থলেও অবিকল সমুদ্রতীরের ন্যায় কঙ্কর ও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালপূর্ণ সমতল-ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে এককালে সমুদ্রের বেলা-ভূমি ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। কিন্তু ইহাও একদিন সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল; ভূপৃষ্ঠের ক্রমিক উত্থানে এত উচ্চ হইয়াছে। অদ্যাপিও হিমা-লয়ের অনেক স্থানে সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন লক্ষিত হয়। সমুদ্র-গর্ভে নদীবাহিত কর্দ্দমাদি সঞ্চিত হইয়া অদৃশ্যভাবে যে ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়, তাহা কালে ভূপৃষ্ঠের ধীরসঞ্চালনে উর্দ্ধোত্থিত হয় এবং দ্বীপরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্য প্রভৃতি স্থলচর জীব সকলের বাসস্থান হয়। এই ধীরসঞ্চালনেই আবার কখন বহু-কালের পুরাতন দ্বীপ একেবারে জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন সুদীর্ঘ তীরভাগ ধীরে ধীরে সাগরপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইতেছে। ষ্টক্‌হলম্ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উত্তরে সমস্ত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান প্রতি শতবর্ষে অর্দ্ধফুট হইতে সার্দ্ধ দুই ফীট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিতেছে। আরও উত্তরে স্পিট্‌জ্‌বর্জেন নামক দ্বীপের চতুর্দ্দিকে সাগরবক্ষ হইতে উর্দ্ধদিকে ১৪৭ ফীট

পর্য্যন্ত বেলা ভূমির চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উত্তর রুসিয়া ও সাইবিরিয়ার উপকূল ভাগ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, উহা অল্পদিন হইল জল হইতে উত্থিত হইয়াছে; কারণ ঐ উপকূলে যথেষ্ট সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, উত্তর মহাসমুদ্র, আরাল, কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর পূর্ব্বে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। কালে উত্তর মহাসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থিত ভূভাগের কোন অংশ উচ্চ হইয়া কাস্পিয়ান ও আরাল হ্রদকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। কাস্পিয়ান হ্রদের বক্ষ সাগরবক্ষ হইতে ৮৫ ফীট নিম্নে অবস্থিত, এবং স্থানে স্থানে উহার গভীরতা প্রায় ৩০০০ ফীট হইবে। ইহার জলেও সামুদ্রিক জীব সকল পরিদৃষ্ট হয়। এই পণ্ডিতগণ আরও অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর পরস্পর সংযুক্ত ছিল না, পরে কোন আশ্চর্য্য কারণ বশতঃ মিলিত হইয়া গিয়াছে। এই সংযোগের পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের উদ্বৃত্ত জলরাশি কাস্পিয়ান হ্রদের ভিতর দিয়া আর্‌ক্‌টিক্ মহাসমুদ্রে পতিত হইত। ভূমধ্য সাগরের উপকূল সম্বন্ধেও ক্রমোত্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। তরুণ পাঠক! সাহারা নামক যে বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূভাগের কথা শুনিয়াছ, উহাও পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, অল্পদিন হইল উত্থাপিত হইয়াছে। এখনও উহার স্থানে স্থানে, এমন কি সাগরবক্ষ হইতে ৯০০ ফীট উপরেও সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কালাদি বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্থানের ব্যাপার যেমন দেখা গেল, পতনের ব্যাপার ঠিক্ ঐ প্রকার চলিতেছে। বৃষ্টির জল, এবং নদী ও সমুদ্রের তরঙ্গ

প্রভৃতি দ্বারা যে নিত্যই ক্ষয়সাধন হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন ক্রমিক উত্থানের ন্যায় ক্রমিক অন্তর্দ্ধানের বিষয় দেখা যাউক। দক্ষিণ সুইডেনের সমুদ্রতীরস্থ কোন কোন রাস্তা খনন করিতে করিতে এরূপ অনেক পুরাতন প্রাচীরাদি পাওয়া গিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে সাগরবক্ষ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত ছিল, পরে নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবাল দ্বীপের গঠনপ্রণালী অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলেও ভূপৃষ্ঠের অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবাল কীটেরা গভীর জলে থাকিতে পারে না, এমন কি, সমুদ্রের বক্ষ হইতে ১২০ ফীটের নিম্নে যায় না। সুতরাং প্রবাল দ্বীপ সকলের মূল ইহা অপেক্ষা গভীরতর স্থানে যাইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, উক্ত কীটগণ প্রথমে যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিম্ন হইয়া যাওয়াতে, উহারা ক্রমাগত আপনাদের গৃহ প্রস্তুত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রবালদ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই স্থির হইয়াছে যে, সমুদ্রতলের স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ ও মাদাগাস্কার দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদ্রে অনেক প্রবাল দ্বীপ এককালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দূর ব্যাপিয়া এই প্রকার অবনতিক্রিয়া চলিতেছে।

অনন্ত কোটী গ্রহনক্ষত্রাদি সমন্বিত এই বিশ্বমধ্যে পৃথিবীকে একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণা সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই নিয়ত যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা

ঘটিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ, তাই, এই সংসারে ভগবান্ যে অপার মহিমা, অনন্ত জ্ঞান ও অসীম মঙ্গলভাবের পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখিয়া ও বুঝিয়া চরিতার্থ হইতে পারিতেছি না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষিস্বরূপ হইয়া নিরন্তর তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে।

ইউবার্টো।

ভূমধ্য সাগরের তীরে জেনোয়া নামে একটী নগর আছে। এক সময়ে জেনোয়া অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। অনেক ধনী মহাজন ঐ স্থানে বাস করিতেন। সুন্দর সুন্দর সৌধশ্রেণী, প্রশস্ত ও সুপরিষ্কৃত রাজপথ এবং অত্যুচ্চ শোভাময় স্তম্ভসকল দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করিত। যে সময়কার কথা হইতেছে, তখন জেনোয়া নগর স্বাধীন ছিল। প্রাচীনকালের এথেন্স ও স্পার্টা প্রভৃতির ন্যায় জেনোয়ার শাসনকার্য্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের একটী সভা দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই সভার নাম সিনেট। এক সময়ে সাধারণ প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া সিনেটের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিল, এবং আপনারা এক সভা করিয়া নগর শাসন করিতে লাগিল। এইরূপ শাসন-প্রণালীকে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী বলে। তৎকালে ইউবার্টো নামে এক মহাধনী জেনোয়াতে বাস করিতেন। তিনি প্রজাদিগের এই উদ্যমের বিশেষ সহায়তা করিয়া-

ছিলেন বলিয়া তাহারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে উক্ত প্রজাসভার সভাপতি নিযুক্ত করিল। ইউবার্টোর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু ইউবার্টো নিজের বুদ্ধিবলে অতুল সম্পদ্ ও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ও অক্রূর। এখন এই রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াও তিনি আনন্দে উৎফুল্ল অথবা গর্ব্বে স্ফীত হইলেন না। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ভূম্যধিকারিগণ বল সংগ্রহ করিয়া প্রজাদিগকে বিতাড়িত করিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সিনেট দ্বারা কার্য্য চালাইতে লাগিল। এইবার ভূম্যধিকারীরা প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। কাহারও প্রাণদণ্ড, কাহারও চির নির্ব্বাসন, এই উপায়ে তাহারা ভাবী বিপদ্ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রজাদিগের নেতা ধনী ইউবার্টোর ভাগ্যে অতি কঠোর দণ্ড হইল। সিনেট তাঁহাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে লুণ্ঠিত হইল। সিনেটের আদেশ ইউবার্টোকে শুনাইবার সময় মাজিষ্ট্রেট এডর্ণো তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে নরাধম কর্ম্মকারের পুত্র! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে অপমানিত করিস্! যাহা হউক, তাঁহারা আজ তোকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া এবং তুই যে নগণ্য অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়াছিলি, তাহাতেই তোকে পুনর্নিক্ষিপ্ত করিয়া, তোর প্রতি অপরিসীম দয়াই প্রকাশ করিতেছেন।"

ইউবার্টো অবনতমস্তকে এই আদেশ শ্রবণ করিলেন, এবং বিচারাসনের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনম্র ভাষায় বলিলেন, "মহাশয়! অদ্য আপনি আমার প্রতি যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে এমন দিন আসিবে, যখন উহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।" অনন্তর তিনি পুনরায় প্রণিপাত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এইরূপে হৃতসর্ব্বস্ব ও স্বদেশচ্যুত হইয়া মহাত্মা ইউবার্টো পোতারোহণে নেপ্‌ল্‌স্‌ নগরে গমন করিলেন। তথায় কয়েকটী ব্যবসায়ী তাঁহার অধমর্ণ ছিল। তাহারা ইউবার্টোর এই বিপদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের দেয় প্রদান করিল। তিনি আপনার অতুল সম্পত্তির এই ভগ্নাংশমাত্র অবলম্বনেই ভিনিসিয় গবর্ণমেণ্টের অধীন একটী দ্বীপে পুনরায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। যাহার বুদ্ধি আছে, সেই সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। ইউবার্টোর বুদ্ধি প্রভাবে বাণিজ্যলক্ষ্মী আবার তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর সম্পদ্‌ লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বাণিজ্য হেতু ইউবার্টো আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থিত টিউনিস নগরে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। মুসলমানেরা এই নগরের অধিপতি। জেনোয়াবাসীদিগের সহিত ইহা-দের বিশেষ বিবাদ ছিল; কিন্তু ভিনিসের সহিত বিবাদ ছিল না। ইউবার্টো এখন ভিনিসিয় বলিয়াই পরিচিত, একজন্য টিউনিসে যাইতে তাঁহার কোন বাধা ছিল না।

এক দিবস তিনি টিউনিসে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, একটী পরম সুন্দর খৃষ্টীয়ান যুবক সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মৃত্তিকা খনন করিতেছে। সে যেরূপ অবস্থায় কার্য্য করিতেছিল, তাহা দেখিলে সকলেই তাহাকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিত। সে একবার মৃত্তিকার উপর কোদালের আঘাত করিতেছে, আর একবার বসিতেছে ও অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইউবার্টো হৃদয়ে বড় বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি ইতালীয় ভাষায় যুবককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, সে জেনোয়ার মাজিষ্ট্রেট এডর্ণোর পুত্র। ইউবার্টো চমকিত হইলেন, কিন্তু তাহার নিকট মনোভাব গোপন করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সদাশয় ইউবার্টো ত্বরিতপদে মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ খৃষ্টীয়ান বন্দীর মূল্য কত হইতে পারে। তিনি বলিলেন "পাঁচশত পৌণ্ড।" ইউবার্টো তৎক্ষণাৎ ঐ মূল্য প্রদান করিলেন। এবং একটী মূল্যবান্ পরিচ্ছদ লইয়া সত্বর যুবকের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যুবক এই প্রকারে বন্ধনমুক্ত ও সুসজ্জিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে তাহার এই অভাবনীয় বন্ধুর গৃহে গমন করিল। উদারচেতা ইউবার্টো যুবকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন না। তিনি তাহাকে আপনার পুত্রের ন্যায় যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর এক দিবস ইউবার্টো শুনিলেন যে, একখানি জাহাজ জেনোয়া নগরে যাইবে। তিনি ত্বরায় যুবা এডর্ণোকে এই শুভ সংবাদ প্রদান

করিয়া কহিলেন "বৎস! আমার ইচ্ছা ছিল যে, আর কিছু দিন তোমাকে এখানে রাখিব; কিন্তু তুমি তোমার পিতামাতার জন্য কাতর হইয়াছ, এবং তাঁহারাও তোমার জন্য দুঃখিত আছেন। অতএব তুমি যাও, কিন্তু আমাকে যেন ভুলিও না। তোমার পাথেয়স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং এই পত্রখানি তোমার পিতাকে দিও। ইহাতে আমার পরিচয় পাইবে।" এই বলিয়া সাধু ইউবার্টো অশ্রুপূর্ণলোচনে যুবাকে বিদায় দিলেন। যুবকও কৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ এডর্ণো ও তদীয় পত্নী সহসা হৃত পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করতঃ তাহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক বলিল "পিতঃ! যে জাহাজে আমি ছিলাম, দৈবাৎ উহা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। আমি এতদিন টিউনিস নগরে বন্দী ছিলাম, পরে একটী ভদ্রলোক কৃপা করিয়া আমাকে বন্ধনমুক্ত এবং নানাবিধ ভোজ্য পানীয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছেন। জননি! সেই সাধুপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, এ জীবনে আর আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইতাম না।" বৃদ্ধ এডর্ণো বলিলেন, "যিনি তোমাকে অযাচিতভাবে মুক্ত করিয়াছেন, সে মহাত্মা কে?" এই কথা শুনিয়া যুবা এডর্ণো তাহার পিতাকে একখানি পত্র দিয়া বলিল "তিনি বলিয়াছেন যে, এই পত্রই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবে।" বৃদ্ধ সেই পত্র খুলিয়া এইরূপ পাঠ করিলেন:—

"যে নীচ কর্ম্মকারের পুত্র আপনাকে বলিয়াছিল 'আর

আপনি আমার প্রতি যে ঘৃণা ও কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহার জন্য এক দিন আপনাকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে,' অদ্য সেই কর্ম্মকারপুত্রের বড় আনন্দের দিন, কারণ অদ্য তাহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইল। হে গর্ব্বিত ভদ্রলোক! জানিও, অদ্য যে তোমার এক মাত্র পুত্রকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল, সে সেই চিরনির্ব্বাসিত ইউবার্টো।"

পত্র পাঠ করিয়া বৃদ্ধ অনুতাপে রোদন করিতে লাগিলেন; এবং সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। অতঃপর সেই বৃদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় জেনোয়ার সিনেট ইউবার্টোর অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তিনি জন্মভূমিতে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া পরম সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রমশীলতা।

যদি সুখী হইতে চাও, তবে তোমার অমূল্য সময় আলস্যে যাপন করিও না। এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া যে মূঢ় নিষ্কর্ম্মা থাকিতে চায়, তাহার ন্যায় অসুখী আর কেহ নাই। এ পৃথিবীতে যত লোক উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই অতিশয় পরিশ্রমী। যে পরিশ্রম করে না, তাহার জীবন বিফল, তাহার হৃদয় নানা প্রকার কুচিন্তার প্রিয় বাসস্থান। যেমন কোন গৃহ ব্যবহৃত না হইলে, তাহা উন্দুর ও ছুঁছুন্দরী প্রভৃতির আশ্রয় হয়, ও তাহা-

দের মল মূত্রে দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, সেইরূপ অলস কর্ম্মবিমুখ লোকের হৃদয় নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তির আশ্রয়ীভূত হয়। ব্যবহার অভাবে অলস ব্যক্তির হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দুর্ব্বল ও অক্ষম হইতে থাকে। তখন তাহার আহারে রুচি থাকে না, শয়নে নিদ্রা হয় না। সে যেখানেই যাউক, কোথাও শান্তির বিমল সুধাপানে অধিকারী হয় না। পাঠক! একটী নিষ্কর্ম্মা লোককে স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, সে কি অসুখে দিন যাপন করে। তাহার মূর্ত্তি মলিন ও আলস্যব্যঞ্জক এবং দৃষ্টি নিস্তেজ ও ভাবশূন্য, যেন মনে কোন প্রকার সুখ নাই। এই শ্রেণীর লোককে কেহই আদর করে না। ইহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার কঠিন রোগ ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

নিশ্চেষ্ট থাকা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। প্রকৃতির যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই সজীব ভাব, সেই দিকেই সচেষ্ট ভাব। সকলেই উঠিতে চায়, সকলেই কার্য্য করিতে চায়। একটী সদ্যজাত শিশুকে দেখ। সে যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত; নিদ্রাকাল ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হস্ত পদ নিশ্চেষ্ট থাকে না। ইহাতে এই প্রতীত হয় যে, বিশ্বপতি যেন সজীবতা উপকরণেই এই বিশ্বকে সৃজন করিয়াছেন। এই জন্য অলসতা একটী মহা পাপ; ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ। অলস ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। তাহার আত্মীয় স্বজন, ও তাহার সমাজ তাহা দ্বারা উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং সে সকলের গলগ্রহ হওয়াতে সকলেই বিশেষরূপ অপকৃত হইয়া থাকে।

অনেকের সংস্কার আছে যে, কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইলে, পরিশ্রম করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মনে কর, এক জনের যে কয়েক টাকা বাৎসরিক আয় আছে, তাহাতে কোন প্রকারে শাকান্ন ভোজন করিয়া দিনপাত হয়। সে ঐ আয়ের উপর নির্ভর করিয়া অতিরিক্ত উপার্জ্জনের চেষ্টা করিল না, কেবল আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে লাগিল। এখন সহসা যদি সেই লোকের কোন পীড়া উপস্থিত হয়, অথবা অন্য কোন দায়ে পড়ে, তবে তাহাকে ঋণ করিয়া সে দায় উদ্ধার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার যে আয় আছে, তাহাতে কেবল দিনপাত হইতে পারে। এখন ইহার উপর যদি পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে আরও বিপদ্ হইল। এইরূপে সেই শ্রমবিমুখ লোক ঋণজালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত অলস লোক আরও অনেক প্রকার কষ্ট ভোগ করে।

পরিশ্রম দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। সাধারণতঃ যাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই আমাদের দেশে যৎসামান্য মানসিক শ্রম করিয়া থাকেন, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করে। এতদ্দেশে এই একটা প্রথা আছে যে, যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমকে এককালে বর্জ্জন করিবেন, এবং শারীরিক শ্রমশীল ব্যক্তি মানসিক শ্রমশীল হইবেন না। এজন্য অস্মদ্দেশে পূর্ণাঙ্গ উন্নতি কাহারও হয় না। ইউরোপীয় সমাজ এ বিষয়ে অনেক উন্নত। সেখানে সকলেই উভয়বিধ পরিশ্রম তৎপর। যে সকল ইউরোপীয় লোক আমাদের দেশে আগমন করেন,

তাঁহাদের আকৃতি দেখিলে মনে বড় আনন্দ হয়। কেমন প্রশস্ত বক্ষঃ, উন্নত ললাট ও মাংসল হস্তপদ! অধুনা ইহারা সকল বিষয়েই এই দেশবাসীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মানসিক শ্রমের সঙ্গে শারীরিক শ্রম নিতান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এতদ্ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ উন্নতি হয় না। কোন লোকের নাসিকাটী যদি ক্রমাগত বাড়িয়া যায়, এবং অন্যান্য অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায়ও নিম্নে পড়ে, তবে তাহাকে যেমন কোন ক্রমেই সুন্দর বলা যায় না; সেইরূপ যে কেবল মানসিক বা কেবল শারীরিক উন্নতিরই সাধন করিয়াছে, তাহাকে পূর্ণোন্নত বলা যায় না। অস্মদ্দেশীয় ছাত্রগণ ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহাদের অধিকাংশই কেবল নিরবচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক চালনা করে, অথচ কোন প্রকার শারীরিক শ্রম করে না। অনেকে আবার শরীরের অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলিও রীতিমত রক্ষা করিতে পারে না। কাহারও পরীক্ষার দিন নিকট হইয়াছে, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিয়াছেন। কেহবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্থান অধিকার করিবেন বলিয়া পূর্ব্বাপর সমান মানসিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন বটে কিন্তু শরীরের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। একটী বাঙ্গালী যুবক বারত্রয় এফ্ এ ও বি, এ পরীক্ষাতে অনুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, "আমি পরীক্ষার তিন মাস কাল প্রচুর পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতাম; পরীক্ষা মন্দিরে প্রশ্ন দেখিলেও মনে হইত যে, সকল প্রশ্নই উত্তর করিতে পারিব;

কিন্তু লিখিবার সময় কিছুই স্মরণ করিতে পারিতাম না। এখন আমার শরীর এত ভগ্ন হইয়াছে যে, আর কোন প্রকার পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই।” ইহাদ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে, শরীরকে অবহেলা করিয়া যে দিকেই যাওনা কেন, কখনও মঙ্গল হইবে না। যদি ছাত্রগণ জ্ঞানালোচনার সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে পরিণামে এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না। অধুনা প্রতিভা, জ্ঞান, অধ্যবসায়, উৎসাহ, স্বাধীনতা, ও দৈহিক বল, সর্ব্ববিষয়েই ইউরোপীয়গণ এতদ্দেশীয় লোকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহারা জ্ঞানামৃতপানে লালায়িত, অপরদিকে তেমনই স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামাদিতে বিশেষ মনোযোগী। তাঁহাদের দেহ মন সমঞ্জস ভাবে উন্নত হয় বলিয়া তাঁহাদের মানসিক সমস্ত বৃত্তিই প্রস্ফুটিত, ও তাঁহারা সভ্যজগতে প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, পরিশ্রম করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; পরিশ্রম না করিলে পাপ আছে। আরও দেখিলাম যে, দুই প্রকার পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু একবিধ পরিশ্রমকে অবহেলা করিয়া অপরবিধকে অবলম্বন করিলে উন্নতির আশা নাই। এখন দেখা আবশ্যক যে, কি উপায়ে এই দুই প্রকার পরিশ্রম সমানভাবে করা যায়। সর্ব্ব প্রথমে প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটা নিয়ম স্থির করা প্রয়োজন। নিয়ম ব্যতীত কোন কার্য্যই শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় না। এই প্রকৃতি রাজ্যের প্রত্যেক ঘটনাই নিয়মের অধীন। শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা হইয়া থাকে, কখনও ইহার অন্যথা হয় না। এইরূপ যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই নিয়ম

দেখিতে পাইবে। আবার নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য মনের বল থাকা আবশ্যক। কারণ নিয়ম করা অতি সহজ, কিন্তু পালন করাই কঠিন। নিয়ম করিয়া পালন না করিলে উহা করার প্রয়োজন কি? ইহার পর আর দুইটী বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তাহাদের অভাবে কিছুই সুসিদ্ধ হয় না। একটী অবলম্বিত কার্য্যের প্রতি ভাল বাসা, ও অপরটী তৎপ্রতি বিশ্বাস। যাহাকে আমি বিশ্বাস করি না, তাহাকে কদাপি ভালবাসিতে পারি না। এবং যাহাকে ভাল না বাসিলাম তাহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম করিতে যত্ন হয় না। এই কয়টী উপকরণ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে।

অনেকে পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে পারেন না বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। এ জন্য উদ্দেশ্যটী প্রথমে স্থির করা আবশ্যক। এক জন গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি গণিতের অনেক প্রশংসা করিলেন। গণিতে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, গণিত সম্বন্ধীয় কঠিন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়, ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন, মনটী বড় মজিয়া গেল। আর একজন বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিলেন। অমনি মনটী বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য মাতিয়া উঠিল। এইরূপে যিনি যাহাতে ব্যুৎপন্ন, যিনি যাহাতে আসক্ত, তিনি তাহারই বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। এখন যিনি উন্নতির অভিপ্রায়ে পরিশ্রম করিবেন, তাঁহার সকল গুলিতে ব্যুৎপন্ন হইতে চেষ্টা করিলে কিছুই হইবে না। তাঁহার কোন একটী বিষয় স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক।

মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে যেরূপ বিষয় স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক, এবং তৎপ্রতি বিশ্বাস, প্রেম ও নিয়মাদি করিতে হয়, শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঐগুলির প্রয়োজন। একবার একটী কৃষক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে ছিল। এই প্রকার পরিশ্রম দেখিয়া পথবাহী সকলেই তাহার কষ্টে সহানুভূতি ও তাহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিতে লাগিল। একটী শাখামৃগ এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিল, আমি যদি এইরূপ পরিশ্রম করি, তাহা হইলে আমাকেও সকলে প্রশংসা করিবে। এই স্থির করিয়া সেই কপিবর নিকটবর্ত্তী এক ক্ষেত্রে গমন করতঃ বৃহৎ একটী গুঁড়িকাষ্ঠ লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। রৌদ্রের প্রখরতাপে তাহার শরীর স্বেদপ্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু কেহই তাহার প্রশংসা করিল না; বরং তাহার এই মূর্খতা দেখিয়া সকলেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ইহা একটী গল্প বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব উপদেশ রহিয়াছে। যাহারা আপনাদের বল বুঝিয়া উদ্দেশ্য স্থির না করে; এবং উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া শ্রম করে, তাহারা উপরোক্ত বানরের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়।

ছাত্রদিগের পক্ষে মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা বড় উপকারী। ব্যায়ামে আমোদও আছে, উপকারও আছে। কিন্তু ইহার সহিত আর একটী ব্যবস্থা রাখিলে আহার ও ঔষধ উভয়ই হয়। অনেক বালক দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সন্তান। ইহাঁদের সামান্য সামান্য গৃহকার্য্য শিক্ষা করা বড়ই আবশ্যক। ইহাতে পরিবারের অনেক ব্যয় কমিয়া যায়, নিজেরও সেই সকল কার্য্য শিখিয়া রাখা হয়, এবং উহার সঙ্গে শারীরিক

পরিশ্রমও করা হয়। এদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই এক একটী উদ্যান আছে। বালকগণ অবসর ক্রমে এই উদ্যানের বৃক্ষ গুলির প্রতি যত্ন করিলে বা নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করিলে, মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিলে, একদিকে যেমন পিতামাতার সাহায্য করা হয়, অপর দিকে সেইরূপ বিশেষ সুখলাভও হয়। বঙ্গদেশের ভাবী আশা স্বরূপ ছাত্রগণ যতদিন "সকল কাজের লোক" না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা নাই।

একটী অদ্ভুত গল্প।

এক গুরু তাঁহার এক শিষ্যকে লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। গুরু একজন মহাপণ্ডিত লোক। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। অনেক গল্প জানিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। বিশেষতঃ তাঁহার লালিত্যপূর্ণ ভাষা শ্রবণ করিলে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িত। শিষ্যও একজন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ও আত্মদর্শী লোক। তাহার নাম হরিদাস। তাঁহারা বহু দেশ দর্শন করিয়া, বহু নদনদী ও পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া অবশেষে একটী গ্রামে উপনীত হইলেন। সেই গ্রামে বহু সংখ্যক ইষ্টকালয়, সুন্দর সুন্দর দীর্ঘিকা, সুপ্রশস্ত রাজপথ এবং সুসজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী অবলোকন করিয়া হরিদাস মনে করিল, সেই স্থানে কাহারও গৃহে অতিথি হইয়া পথশ্রম অপনয়ন

করিবে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ তাঁহাদিগের নাসিকাকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা বস্ত্রদ্বারা নাসারন্ধ্র আবৃত্ত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পথে অথবা কোন বাটীতে একটীও মনুষ্য না দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব! এই বিস্তীর্ণ জনপদ মনুষ্যশূন্য দেখিতেছি কেন? এই দুর্গন্ধই বা কোথা হইতে আসিতেছে?" গুরু বলিলেন "একটু অগ্রসর হও, তৎপরে বলিব।" এই বলিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হইলেন। তথায় এক বৃক্ষতলায় সুখোপবিষ্ট হইয়া গুরু বলিতে লাগিলেন :—

এক সময়ে এই গ্রামে অনেক লোকের বসতি ছিল। তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থই অধিক। কয়েক ঘর দরিদ্র লোকও ছিল। সচরাচর যাহাকে আমরা ধনী বলিয়া থাকি, এমন লোক প্রায় ছিল না। এই গ্রামবাসী দেবী শর্ম্মা নামক একটী ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা নিরবলম্ব ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। কিন্তু কেবল স্বামী স্ত্রী উভয়ের ভরণপোষণ করাও দেবী শর্ম্মার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের অনেক দোষ; তিনি অলস, পরদ্বেষী, পরশ্রীকাতর, পরহিংসক ও ক্রূর। ফলতঃ এরূপ প্রকৃতির লোক সেই পল্লীমধ্যে আর ছিল না। দেবী শর্ম্মার স্ত্রী উমা সুন্দরী সাত্ত্বিক বুদ্ধিমতী ও শ্রমতৎপরা ছিলেন। তাঁহার হৃদয় নানাবিধ সদ্গুণের আধার ছিল। সংক্ষেপে স্ত্রীর প্রকৃতি স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ব্রাহ্মণ নিজে কোন কর্ম্মই করিতেন না। ব্রাহ্মণী স্ত্রীজনোচিত পরি-

শ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দারা কোনরূপে দুইজনে এক বেলা আহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এমন অবস্থা হইল যে, আর আহারও চলে না। আহারের ক্লেশে স্বামী ও স্ত্রীর শরীর দিন দিন কৃশ হইতে কৃশতর হইতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, বসিয়া থাকিলে চলে না। ইদানীং যে প্রকার কষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি দেখিতেই পাইতেছ। আমার শরীরে আর সহ্য হয় না। অতএব তুমি বিদেশ গমন পূর্ব্বক অর্থোপায়ের চেষ্টা দেখ। পুরুষের বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না। আমি স্ত্রী হইয়া উপার্জ্জন করিব, আর তুমি স্বামী বসিয়া থাইবে, ইহা অতি লজ্জার কথা। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়িতাম, তাহা হইলে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।"

স্ত্রীর এই প্রকার মিষ্ট তিরস্কারে ব্রাহ্মণের মনে বড় ঘৃণা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরীয় গ্রহণ করতঃ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কর্ম্মের চেষ্টায় অনেক ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেরূপ অলসকে কে কর্ম্ম দিবে? তখন ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া স্ত্রীর শেষ উপদেশ স্মরণ করিলেন। উদরের জ্বালায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একটী দেবদূত আসিয়া তাঁহার কেশে ধরিয়া তাঁহাকে তীরে উত্তোলন করিল। পরে তাঁহাকে উক্তপ্রকার আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ কাতর স্বরে বলিলেন "আমার প্রাণ রাখিয়া লাভ কি? যাহার একবেলাও আহারের উপায় নাই, তাহার মরণই মঙ্গল।" দেবদূত বলিলেন "আচ্ছা, তুমি এই অক্ষমালা গ্রহণ

কর। তুমি যাহা মনে করিয়া এই অক্ষ ফেলিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তোমার যাহা লাভ হইবে, তোমার প্রতিবেশীদিগের প্রত্যেকে তাহার দ্বিগুণ লাভ করিবে।" অনন্তর দেবদূত অদৃশ্য হইলে ক্রুর, পরশ্রীকাতর দেবী শর্ম্মা নিতান্ত দুঃখিত ভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার বিমর্ষ ভাব দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। তৎপরে ক্লান্ত স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার বিষণ্ণতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি বড় হতভাগ্য। যদি মরিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ দারুণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম। যদি বা দেবতা অনুগ্রহ করিয়া এই অক্ষমালা দান করিলেন, তাহা আমার ভাগ্যে নিষ্ফল হইল।" কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ প্রলাপের অর্থ কি? স্পষ্ট করিয়া বল, কি হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হইয়াছে আমার মাথা। এই পাশা খেলিলে যদি আমার এক টাকা লাভ হয়, তবে গ্রামের প্রত্যেক হতভাগার দুই টাকা লাভ হইবে। সে বেটারা আমার ভাগ্যে বড় মানুষ হইবে, তাই আমি বসিয়া দেখিব, ইহা কি সহ্য হয়? ব্রাহ্মণী বলিলেন, সে ত ভাল কথা; দেবতার দয়া অনন্ত। তোমাদ্বারা যদি গ্রামের সকলে সুখে থাকে, সে ত বড়ই সুখের বিষয়। তুমি পাশা খেল।" দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বলিল, "দেবতা যদি এমন ব্যবস্থা করিতেন যে, পাড়ার দগ্ধমুখগুলা মুখে রক্ত উঠিয়া মরিয়া যাইবে, তাহা হইলে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিতাম। হায়! হায়! আমি যদি এক লক্ষ টাকা পাই, তাহা

হইলে সেই হতশ্রী বেটারা দুই লক্ষ পাইবে, এই চিন্তাতেই যে মরিয়া গেলাম"। সে নরাধম ব্রাহ্মণ অহর্নিশ কেবল এই মর্ম্ম-জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে দুই তিন দিন উপবাসে কাটিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, "দেখ ঠাকুর, তুমি গ্রামের লোকের হিংসায় জর্জ্জরিত হইতেছ, এদিকে যে না খাইয়া মরি।" ব্রাহ্মণ বলিল, "আমাদের দৈনিক কত হইলে চলে?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আট আনা"। ব্রাহ্মণ ভাবিল, "উঃ! প্রতিবেশী বেটাদের তবে এক টাকা হইবে। না, না, আমি পাশা খেলিব না। না খাইয়া মরিব, তাহাও ভাল, তবু গ্রামের হতভাগাদের উন্নতি দেখিতে পারিব না।" অবশেষে স্ত্রীর রোদন, ও নিজের অনাহার ক্লেশে প্রপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ একে-বারে চারি লক্ষ টাকা মনে করিয়া পাশা খেলিল। পাশার অপূর্ব্ব গুণে তৎক্ষণাৎ তাহার চারি লক্ষ মুদ্রা ও তাহার প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের আট লক্ষ মুদ্রা লাভ হইল; তাহার গৃহ সহসা অর্থে পরিপূর্ণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পরম হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে মৃণ্ময় গৃহ ভগ্ন করিয়া বিচিত্র সৌধমালা নির্ম্মাণ করিল, এবং সাধারণের হিতার্থ পথ, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

এদিকে সেই পরশ্রীকাতর দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ দিবারাত্র যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। যতই সে গ্রামের সৌভাগ্য দর্শন করে, ততই তাহার প্রাণ অস্থির হয়। সে সর্ব্বদা বলিত, 'হায় হায়,' অবশেষে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী,' এই শাস্ত্রীয় বচন আমারই জীবনে প্রমাণীকৃত হইল! কেন আমি না খাইয়া মরিলাম না! কেন স্ত্রীর কথায় পাশা খেলিলাম।"

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। এক দিবস সেই কুচক্রী ব্রাহ্মণ এই মনে করিয়া পাশা খেলিল যে, তাহার একটী চক্ষু যেন অন্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ তাহার একটী ও তাহার গ্রাম-বাসীদের দুইটী চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল। তৎপরে সে আবার পাশা ফেলিল। এবার সে মনে করিল যে, তাহার গৃহ-দ্বারের পার্শ্বে যেন একটী বৃহৎ কূপ হয়। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহার গৃহদ্বারের পার্শ্বে একটী ও তাহার প্রতিবেশীদের দ্বারের পার্শ্বে দুইটী করিয়া কূপ হইল। গ্রামবাসিগণ অন্ধতা-নিবন্ধন এক এক করিয়া সেই কূপে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিছু দিন জীবিত ছিল, তৎপরে এই সকল মৃতদেহের দুর্গন্ধে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হরিদাস! এই নিমিত্তই গ্রামটী জনশূন্য, এবং দুর্গন্ধে পরিপূরিত।

হরিদাস এই অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং সেই হিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিষ্যের এই প্রকার ভাব অবলোকন করিয়া গুরু একটু হাস্য করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! হাসিলেন কেন? আপনি কি বলেন সেই দুষ্ট বামুনটা ভাল কার্য্য করিয়াছে।"

গুরু—"না, হরিদাস। ব্রাহ্মণ অতি জঘন্য কার্য্যই করিয়াছে। আমি হাসিয়াছি তোমার ভাব দেখিয়া।"

হরিদাস—"কি ভাব দেখিলেন?

গুরু—"তুমি যে এই বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করিলে, উহা কতক্ষণের জন্য? উহা শ্মশান বৈরাগ্য।"

হরিদাস—"প্রভো! আমি মূর্খ। আপনি রূপক ভাঙ্গিয়া বলুন।"

গুরু—যাহারা মৃতসৎকার করিতে যায়, প্রজ্জলিত চিতা দেখিলে তাহাদের হৃদয়ে সংসারের প্রতি এক প্রকার অনাস্থা জন্মে। কিন্তু সেই অনাস্থা ক্ষণিক। কারণ, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দেখিলেই উহা তিরোহিত হয়। এই নিমিত্ত উহাকে শ্মশানবৈরাগ্য বলে। তুমি যে এই পরস্ত্রী-কাতরতা প্রভৃতির সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিলে, ইহাও ঐরূপ ক্ষণিক। কারণ, তুমি কয়জনকে ঘৃণা করিবে। সংসারের অধিকাংশ লোক এমন কি, হয়ত তুমিও ঐ প্রবৃত্তির অধীন। তুমি যখন আবার লোকসমাজে গমন করিয়া ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশ্রিত হইবে, তখন আর তোমার এ ভাব থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, তোমার এটী শ্মশান বৈরাগ্য।

হরিদাস—"সেকি প্রভো! আপনি কি বলেন যে, সকলেই সেই ব্রাহ্মণ ?"

গুরু—"না, তাহা বলিতেছি না। আমি বলিতেছিলাম যে, সকলেই অল্পাধিক এই প্রবৃত্তির অধীন। প্রবৃত্তি হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। এবং ক্রমশঃ কার্য্য করিতে করিতে ঐ ব্রাহ্মণের মত হওয়া ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই যে সত্য তোমাকে বলিলাম, ইহা সকল প্রকার দোষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ।"

হরিদাস—প্রভো! তাহা ত বুঝিলাম, এখন উপায় কি? আমি দেখিতেছি অল্পাধিক সব দোষই আমাতে আছে। আরও বুঝিলাম, কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। আমি যখন নিজে

দোষী, তখন অপর একজন দোষ করিলে ঘৃণা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়, দেখিতেছি। গুরুদেব আপনার উপদেশে আমার চক্ষু খুলিয়াছে। এখন বলুন, কিরূপে অভ্যস্ত দোষের মূলোৎপাটন করিব।

গুরু—হরিদাস! তোমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। যে আপনার দোষ দেখিতে শিখিয়াছে, সে মুক্তির উপায়ও পাইয়াছে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দোষ বা গুণ সকলই এক একটী প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তি হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। মনে কর, তোমার প্রতিবেশীর একটী গরু চুরি করিতে তোমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু প্রথমে তোমার সাহস হইল না; তুমি উহাই ভাবিতে লাগিলে। ক্রমশঃ তোমার চুরি করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তখন তুমি একজনের একটী ঘটী লইলে। কেহ ধরিতে পারিল না। তোমার সাহস ইহাতে বাড়িয়া গেল। ক্রমশঃ একটী দুইটী করিয়া অনেক চুরিই করিলে। তখন তুমি একজন পাকা চোর হইয়া উঠিলে। এখন তোমার এই কল্পিত অবস্থার সহিত ঐ দুরাচার ব্রাহ্মণের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে যে তোমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। সে পরস্ত্রীকাতর, আর তুমি চোর, এইমাত্র প্রভেদ। উভয়েই পাপী। এখন তুমি বোধ হয় "প্রবৃত্তি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি" এই সত্যটী পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছ। অতঃপর মুক্তির উপায় বলিব।

অসদিচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হইলেই, তাহাকে নষ্ট করা কর্ত্তব্য। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা এবং সৎসঙ্গে বাস করিয়া পাপবুদ্ধিকে নষ্ট করা যায়। মনোবৃত্তিকে সৎপথে আনয়ন

করিবার পক্ষে প্রতিজ্ঞার বল বড় আবশ্যক। সচ্চরিত্র হইতে যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা আপনার চিন্তা ও কার্য্যের প্রতি থাকে। যেমন একটী ক্ষেত্রকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিলে চোর কোন রূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিলে পাপবুদ্ধি কোন ক্রমে আসিতে পারে না। প্রত্যহ প্রভাতকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত নিজের কার্য্যের একটী তালিকা রাখা কর্ত্তব্য, এবং প্রতিদিন অবসরক্রমে উহা একবার পাঠ করা উচিত। কারণ, ইহা দ্বারা নিজকৃত পাপের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং এই ঘৃণাই চিত্তশুদ্ধির প্রথম সোপান। আপনি যে কার্য্য করিবে, তাহার গুণানুসন্ধান না করিয়া দোষই দেখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ক্রমশঃ তোমার কার্য্য নির্ম্মল হইতে থাকিবে। হরিদাস, এই সাধন বড় কঠিন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই পথে চলিতে হয়। হরিদাস প্রবুদ্ধ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, এবং উভয়ে তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন।

শিষ্টাচার।

পরের উপকার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে, কিন্তু মিষ্ট ভাষা বলা এবং বিনীত ব্যবহার প্রদর্শন করা, কিছুই কঠিন নহে। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সমকক্ষের প্রতি প্রীতি ও বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। ইহার ব্যতিক্রম করিলে অন্যায়াচরণ হয়। দশজনে একত্র বাস করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সঞ্চার হওয়া নিতান্ত

আবশ্যক নচেৎ সর্ব্বদা কলহ বিবাদে মনের শান্তি নষ্ট ও সমাজ উৎসন্ন হয়। শিষ্টশীলতা একটী মহৎ গুণ। এই গুণ না থাকিলে লোকের প্রীতিভাজন হওয়া যায় না। এই জন্য বাল্যকাল হইতে এই গুণ শিক্ষা করা উচিত।

বালকগণ পিতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু মাতা যাহা বলেন তাহা প্রায় গ্রাহ্য করে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পিতা তাড়না করেন, আর জননী তাহা পারেন না। জননী অনেক স্নেহবাক্য ও খাদ্যের প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারাও পুত্র কন্যাদিগের আশানুরূপ বাধ্যতা প্রাপ্ত হয়েন না। ইহা বড় অন্যায়। নিজ গৃহেই যে এরূপ অশিষ্টতা প্রদর্শন করে, সে কখনই বাহিরের লোকের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারে না। "সকল প্রকার শিক্ষা গৃহেই আরম্ভ হয়।" অনেকে বলিয়া থাকে যে, বাটীতে যেরূপ ব্যবহারই করি না, বাহিরে ভাল থাকিলেই হইল। ইহা বিষম ভ্রম। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা মিষ্ট ব্যবহার করিবে।

পিতা মাতা ব্যতীত আরও অনেক গুরুজন আছেন, তাঁহারা সকলেই সম্মান পাইবার যোগ্য। তাঁহাদের সকলেরই নিকট নম্রতা প্রদর্শন করা আবশ্যক। যিনি গুরু ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে হাস্য পরিহাস করা বা হাসিয়া কোন কথার উত্তর দেওয়া, অথবা অবজ্ঞাব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করা, একান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে, এবং তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক উন্নত করিয়া রাখাও অন্যায়।

শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশে সকলেই জ্ঞানলাভ করিয়া

থাকে, এইজন্ত আর্য্যগণ আচার্য্যের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা কখনও গুরুবাক্য অবহেলা করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণের যেরূপ দুর্নীতি ও অসদাচরণ দেখা যায়, তাহা অতি নিন্দনীয়। শিক্ষক মহাশয় পাঠ দিতেছেন, কিন্তু অনেক ছাত্র বসিয়া হয়ত গল্প করিতেছে। ইহাতে একদিকে যেমন নিজের ক্ষতি, অপরদিকে সেইরূপ গুরুর প্রতি ঘোর অশিষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। কোন কোন ছাত্র শিক্ষকের সহিত রূঢ়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে চেষ্টা করে। ইহার ন্তায় অশিষ্টতা আর নাই।

গুরুজনের সমক্ষে কোন প্রকার বিলাসিতা প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়া অনেকে ঘোর বিলাসিতা দেখাইয়া থাকে। বালকগণকে সজ্জা করিয়া ও তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিতে দেখা যায়। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষককে প্রণাম করিবে, এবং তিনি বসিতে বলিলে বসিবে। বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিবে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন স্থানে তাঁহাকে দেখিলে সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার সম্মাননা করা উচিত। তিনি যে আদেশ করিবেন, প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে।

পূজনীয় ব্যক্তিকে দেখিলে প্রণাম ও সমকক্ষকে নমস্কার করিতে হয়। অতিথির প্রতি সদ্ব্যবহার ও সাধ্যমত তাঁহার তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, রাজা বা তদীয় কর্ম্মচারীর

প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। রাজা সন্তুষ্ট থাকিলে সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়। তাঁহার সুশাসনে তস্করাদি কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না। এজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

বরঃকনিষ্ঠ হীনাবস্থাপন্ন বা হীন ব্যবসায়ী লোককে মিষ্ট বচনে তৃপ্ত করা উচিত। কাহাকেও "তুই" প্রভৃতি অসম্মান ও অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সম্বোধন করিলে অভদ্রতা হয়। যে সকলের প্রতি সৌজন্য দেখায়, তাহার কেহই শত্রু থাকে না।

রেগুলাস্।

সকল কথাই বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলা কর্ত্তব্য; কারণ যাহা একবার বলা হইল, তাহা পালন করিতেই হইবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহাপাপ। যে অঙ্গীকার করিয়া পালন না করে, তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না। কিন্তু যে কৃতসত্য রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার বিপদ্‌কে তুচ্ছ করে, সে দেবগণেরও প্রিয়। সত্যবাদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা হিন্দু বালক মাত্রেই জানে। কেমন দৃঢ়তার সহিত তিনি প্রতিকূল মতাবলম্বী মহাবলবান্ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নিদারুণ বনবাস কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন! রাজা যুধিষ্ঠিরের সত্য প্রতিজ্ঞতা অনুকরণ যোগ্য। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অনেক সত্যপরায়ণ তেজস্বী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। যদি কখন ভারত সমুদ্রগর্ভে বিলীনও হয়, তথাপি তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার নহে। সত্যের জন্য ভারতবাসী আর্য্যগণ

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সত্য ত্যাগ করেন নাই। মহাবীর ভীষ্মদেব ইহার অপর একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল; এ প্রবন্ধে তাঁহাদের বিষয় অধিক অলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বৈদেশিক ইতিহাস হইতে একটী চিত্র অঙ্কিত করিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য জগতেও অদ্ভুত সত্যপরায়ণ বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

খৃষ্টের জন্মের ৮৬৯ বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসীয় রাজকন্যা দিদো আফ্রিকামহাদেশের উত্তর-প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে কার্থেজ্ নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই ফিনিসীয়গণ বাণিজ্যপ্রিয়। প্রাচীন গ্রীক জাতি ইঁহাদের নিকট হইতে ব্যবসায়প্রবৃত্তি লাভ করেন। যে সময়ে গ্রীকগণ জ্ঞানে ও পরাক্রমে পাশ্চাত্যপ্রদেশে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফিনিসীয় বণিক্‌গণ লেভাণ্ট উপকূলে বাস করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ইউরোপীয় রাজ্যসমূহে আনীত হয়, এবং ইঁহাদের মুখেই ভারতের অনির্ণেয় সমৃদ্ধির কথা ইউরোপে প্রচারিত হয়। এই বাণিজ্যপ্রিয় জাতিই সর্ব্বপ্রথমে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ বিষয়ে কৌশল প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বে এই বণিকগণ যুদ্ধ করিতে জানিতেন না। নিরীহভাবে ব্যবসায় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ভাব অধিক দিন থাকিল না। গ্রীকগণের অত্যাচারে তাঁহারা ক্রমশঃ ভীষণ সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে কার্থেজ্ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে কার্থেজ ঐশ্বর্য্যে ও বলবীর্য্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর হইয়া উঠিল।

এদিকে কার্থেজের এক বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে লাগিল। ভুবনবিখ্যাত রোমরাজ্য এই সময়ে বিস্তৃতি ও প্রাধান্য লাভ করে। এই মহা প্রতিযোগিতায় কার্থেজ্‌কে অবশেষে ভবরঙ্গভূমি হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে হইয়াছিল। খৃষ্টের ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলীদ্বীপে রোমের সহিত কার্থেজের প্রথম বলপরীক্ষা হয়। এই সংগ্রামে রোম অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। ক্রমে এই উভয়রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। বিজয়লক্ষ্মী কখন রোমের প্রতি, কখনও বা কার্থেজের প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। বার বার অপমানিত হইয়া রোমান্ সিনেট মহাবীর রেগুলাস্‌কে কার্থেজবিজয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য ও সুদৃঢ় রণতরী লইয়া কার্থেজ্‌কে সমূলে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। কার্থেজে বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রেগুলাস্ বিপক্ষের সেনাপতি হামিলকার ও হানোকে পরাজিত করিয়া আফ্রিকা আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্থাজিনীয়গণ ব্যস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু জয়গর্ব্বিত রোমকবীর তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

কার্থেজের প্রস্তাবিত সন্ধিতে অস্বীকৃত হইয়া রেগুলাস্ বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই। কার্থাজিনীয়গণ অনন্যগতি হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় স্পার্টানবীর জান্টিপস্ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কার্থেজের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। রেগুলাস্ পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন।

রোমান্ সেনাপতিকে বন্দী করিয়া অবধি কার্থেজ পুনঃ পুনঃ এত বিপদে পড়িতে লাগিল, যে রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করা

নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। রেগুলাসের সাহায্য ব্যতিরেকে সন্ধির আশা করা বৃথা মনে করিয়া কার্থাজিনীয়গণ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহারের সূচনা করিল। রেগুলাস্ এক অন্ধকূপের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এখন তৎপরিবর্ত্তে এক সুন্দর ও সুসজ্জিত প্রাসাদে স্থান পাইলেন, এবং যদিও তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা প্রহরী থাকিত, তথাচ অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার কষ্ট রহিল না। তিনি এখন কার্থেজের বন্দী-অতিথির ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রেগুলাস্ স্বীয় বিশ্রামভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময় কার্থেজের সেনাপতি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রথম আলাপের পর সেনাপতি বলিলেন "এখন কেমন আছেন? কারাবাসকালে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন?

রেগুলাস্ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন "জন্মভূমির সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া থাকা কি কখন কাহারও পক্ষে সুখের হইয়া থাকে? তবে সুখেদুঃখে সমভাব পোষণ করা আমাদের প্রকৃতি। লৌহ নিগড় ও সুরম্য হর্ম্ম্য বন্দীর নিকট একই পদার্থ। যখন অন্ধকূপে ছিলাম, তখন আমার মনে যেরূপ শান্তি ছিল, এখন এই সুন্দর গৃহে আসিয়াও সেইরূপ আছে, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই।" সেনাপতি বলিলেন "এরূপ বাক্য রোমক্ বীরের মুখেই শোভা পায়। যাহাহউক আপনার ন্যায় মহাত্মাকে আমরা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আমরা রোমের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে উভয় পক্ষের কাহারও অধিক ক্ষতি না হয়, এরূপ ভাবে সন্ধি করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

যদি আর কিছুই করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ বন্দিবিনিময়টী যেন হয়।

সেনাপতি মনে করিয়াছিলেন যে নিজের মুক্তির কথা শুনিয়া রেগুলাস্ আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন, এবং না জানি কতই আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। যাহারা জীবনকে কর্ত্তব্যের অপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় মনে করে, তাহাদের পক্ষে উপরোক্ত প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব; কিন্তু রোমক্ সেনাপতি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাই কার্থেজ সেনাপতি তাঁহার মুখে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে রোমক্ বীরের দার্ঢ্যকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। পরে এই স্থির হইল যে রেগুলাস্ কার্থেজের দূতগণের সহিত রোমে গমন করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, এবং যদি সন্ধি না হয়, তবে বন্দিবিনিময়ের চেষ্টা দেখিবেন। যদি কোন কার্য্যই সিদ্ধ করিতে না পারেন, তবে পুনরায় কার্থেজে আসিয়া বন্দী হইবেন।

যথা সময়ে কার্থেজের দূতগণ রেগুলাস্‌কে লইয়া রোমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন না, বলিলেন যে তিনি এখন কার্থেজের ক্রীতদাস, পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন রোমনাগরিক নহেন। রোমানগণ তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিলেও পারেন। সুতরাং, তথা হইতেই সিনেটে সংবাদ দেওয়া হইল।

বহুদিন পরে স্বামী দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া পতিপ্রাণা মার্সিয়া রেগুলাস্‌কে দেখিবার নিমিত্ত পুত্রদ্বয়কে লইয়া দ্রুতপদে

সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। রেগুলাস্ একবার উদাস নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সত্বর পোতাভ্যন্তরে গমন করিলেন, ভাবিলেন তিনি এক্ষণে রোমীয় রমণী ও বালকের আলিঙ্গন পাইবারও অনুপযুক্ত; কারণ তাহারা স্বাধীন এবং তিনি পরাধীন। মার্সিয়া অপ্রতিভ হইলেন, মনে করিলেন "আমার ভ্রম হইয়াছে, ইনি বুঝি রেগুলাস্ নহেন। যদি তিনিই হইবেন, তবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না কেন?" এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া সাধ্বী ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং একখানি পত্র লিখিয়া বাহক দ্বারা রেগুলাসের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এদিকে সিনেটরগণ সাগরতীরে সমবেত হইলে, রেগুলাস্ বলিলেন, "মহোদয়গণ! আমি এখন কার্থেজের ক্রীতদাস, কার্থেজের পক্ষে থাকিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতেছি। আপনাদের যাহা বিবেচনা হয়, করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন, কিন্তু সিনেটরগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং রোম নাগরিক ও প্রাচীন কন্সলের ন্যায় প্রস্তাবিত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। কিন্তু রেগুলাস্ দূতগণের অনুমতি ব্যতিরেকে তথায় থাকিতেও চাহিলেন না। অতঃপর দূতগণের আদেশ লইয়া তিনি সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং সকল সভ্যের বাক্য শেষ হইলে, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "হে রোমীয়গণ! আমি কার্থেজের ক্রীতদাস, কিন্তু এখানে স্বাধীন, সুতরাং স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতেও বাধ্য। সন্ধি করিয়া তোমাদের ক্ষতি বা বৃদ্ধি কিছুই নাই। কার্থেজ ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়িতেছে। আর অধিক

দিন তোমাদিগকে কষ্ট দিবে না। অতএব আমার মতে তোমরা অবিশ্রাম যুদ্ধ কর।”

মহাত্মা রেগুলাসের এইরূপ স্বাধীন উক্তিতে এবং অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে সকলেই মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে কার্থাজিনীয়গণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে, অতএব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পুণ্য ব্যতীত পাপ হইবে না। কিন্তু সত্যবীর রেগুলাস্ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “স্বর্গস্থ দেবতার সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিতে আমি বাধ্য। সত্য পালন না করার জন্য নিন্দাভোগ অপেক্ষা অশেষ কষ্টে দিনপাত করা শ্রেয়ঃ। হে রোমীয়গণ! সন্ধি বা বন্দি-বিনিময় না হইলে কার্থেজে আমার কঠিন দণ্ড হইবে, তাহা আমি জানি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব, অন্য ব্যবস্থা পরমেশ্বর করিবেন।

এই বলিয়া সাধুহৃদয় মহাবীর রেগুলাস্ প্রফুল্ল মনে পোতারোহণ করিলেন, এবং যাইবার সময় পত্নী বা সন্তানদ্বয়ের কাহাকেও নিকটে আসিতে দিলেন না, ভাবিলেন হয়ত প্রিয়জনের সমাগমে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন না।

কার্থাজিনীয়গণ রেগুলাসের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল না। তাহারা কঠিন যন্ত্রণা প্রদান করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল।

ঈশ্বরের দয়া।

যখনই আমরা পিতা মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের অতুল কৃপা, বন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রভৃতির বিষয় গম্ভীরভাবে চিন্তা করি, তখনই এই সকলের কারণীভূত বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্‌কে স্মরণ হয়। কেহ আমাদের কোন একটী উপকার করিলে, কি কোন প্রকারে প্রীতি বা স্নেহ দেখাইলে যেমন স্বতঃই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় হয়, স্বতঃই তাঁহার প্রীতি-সাধনে ইচ্ছা জন্মে, আমাদের আত্মা পাপ-বিধ্বস্ত না হইলে, আমাদের সকল সুখের নিদানভূত, পরমাত্মীয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে, ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে আমাদের সেইরূপ স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। বাল্যকাল হইতে সেই প্রবৃত্তি কার্য্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। অঙ্কুরকে পরিপোষণ ও সযত্নে রক্ষা না করিলে যেমন বৃক্ষদর্শন ও তাহার ফলাস্বাদন ঘটে না, সেইরূপ ঈশ্বর-ভক্তিরসঞ্চার সময়ে তাহাকে অবহেলা করিয়া হারাইলে তাহা পুনর্লাভ করা সুকঠিন হইয়া উঠে।

ঈশ্বর আমাদের সব। পিতা বল, আর মাতা বল, ভ্রাতা ভগিনী বল, আর আত্মীয় বন্ধু বল, তিনিই আমাদের সব। তিনি ভালবাসেন বলিয়া সকলেই আমাদিগকে ভালবাসে। তাঁহারই প্রেমের কণিকা পাইয়া জনক সন্তানের প্রতি স্নেহবান্, জননী স্নেহময়ী, বন্ধু বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট, পতি পত্নী পরস্পরের প্রতি আসক্ত,সন্তান পিতা মাতার প্রতি ভক্তিযুক্ত। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ ও পাপী সাধু নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি তাঁহার দয়া ধাবিত হইয়া থাকে।

সেই পরমদেবতা স্বীয় জ্ঞানবলে কোটী কোটী গ্রহ-নক্ষত্রাদিসমন্বিত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতেছেন। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এমনই তাঁহার নিয়ম যে কখন কেহ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ ও পাদার্থিক আকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত প্রাকৃতিক শক্তির কথা মনে হইলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। কেহ যে কাহাকেও ছাড়িয়া যাইবে, সে শক্তি নাই। সকলেই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎকে, বৃহৎ ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। প্রকাণ্ড হিমালয় পর্ব্বতের সহিত একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণার তুলনা করিলে মনে হয় যে, হিমালয় উহাকে সহজেই টানিয়া লইতে পারে; কিন্তু লয় না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে; পৃথিবীর আকর্ষণ। পরমেশ্বর সকল পদার্থকে এমন অপূর্ব্ব কৌশলে পরস্পর আবদ্ধ করিয়াছেন যে, কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতেও পারে না আয়ত্ত করিতেও পারে না। জীবগণের দেহে পাকযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞান ও অপূর্ব্ব মহিমার পরিচয় দিতেছে। কি নিয়মে পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পরিপাচিত হইতেছে, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চয় হইতেছে ও উহা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াতে পরিষ্কৃত হইয়া শিরা ও ধমনী প্রভৃতির সাহায্যে সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

জননীর হৃদয়ে স্তন তাঁহার জ্ঞানের আর একটী নিদর্শন।

কবে শিশু জন্ম গ্রহণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু সে জন্মিয়া কিসে জীবন ধারণ করিবে, এই জন্য করুণাময় ঈশ্বর পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। মাতার স্তন যদি শাণিত আয়ুধদ্বারা খণ্ড খণ্ড কর, দেখিবে শোণিত ব্যতীত দুগ্ধ পাইবে না; কিন্তু শিশু মুখ দিয়া স্তনাগ্র আকর্ষণ করিলে অবিরল ধারায় দুগ্ধস্রোতপ্রবাহিত হইবে। মাতা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী হইলেও স্তনদুগ্ধের অভাব হয় না। এরূপ যাঁহার দয়া, এরূপ যাঁহার পূর্ব্বদর্শিতা, তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া, আর কাহার উপর নির্ভর করিবে?

যে বায়ু না হইলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না, যাহার অভাবে সংসারের কোন জীব ও উদ্ভিদ্ এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, সেই বায়ুর এক মুহূর্ত্তের জন্যও অভাব হয় না। বায়ুর জন্য কাহাকেও পরিশ্রম করিতে হয় না। আহারীয় পদার্থের জন্য যেমন চেষ্টা করিতে হয়, চিন্তা করিতে হয়, বায়ু পাইবার জন্য সেরূপ কিছুরই প্রয়োজন নাই। এমন কি উহা এতই অজস্র যে উহার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্তও সর্ব্বদা মনে থাকে না। জীবের জীবনস্বরূপ জলও পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। জলের জন্য একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। মৃত্তিকা খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না। তথাপি ঈশ্বর নদী হ্রদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে কত পরিশ্রমের দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমাদিগের দেহ রক্ষার্থ আহারের প্রয়োজন। ইহার জন্য আরও একটু অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। তিনি বসুন্ধরাকে এক অপূর্ব্ব ভাণ্ডার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ ভাণ্ডার হইতে যতই ব্যয় কর, উহা শূন্য হইবে না। এক

বৎসরের শস্য রাশি ভক্ষিত হইতে না হইতে দেখ, আবার শস্য জন্মিয়া রহিয়াছে। এই একবার বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে, কিছু দিন পরে আবার দেখ, তাহাতে ফল ধরিয়াছে। শস্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য কয়েকটী উপকরণ আবশ্যক, যথা, মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও তাপ। ইহাদের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না। বসুন্ধরা মৃত্তিকাময়ী। জল বায়ু ও তাপ, ইহাদের কথাও অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজেই সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে সেচন করিয়া থাকেন, তাঁহারই সূর্য্য তাপ প্রদান করিতেছে, তাঁহারই বায়ু পৃথিবীকে বক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। আর একটী দ্রব্য না হইলে চলে না; সেটী শস্যাদির বীজ। বীজের অভাবই বা কৈ? বনের মধ্যে কে সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিল? মনুষ্য কোথা হইতে ধান্য, যব, গম, প্রভৃতির বীজ পাইল? সবই তিনি দিয়াছেন। আমাদের একটু কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্তিকা খনন, শস্য বপন ও চয়ন করিলেই হইল। সর্ব্বোপরি এই কষ্ট স্বীকার করিবার প্রবৃত্তিও তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। মানুষ কখন নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, সর্ব্বদা কার্য্য করিতে চায়, এবং কার্য্য না পাইলে জীবনকে ভারবহ মনে করে। এমনই আমাদের প্রকৃতি, যে পরিশ্রম করিয়া কষ্ট বোধও হয় না। ঈশ্বরের কি চমৎকার করুণা! তুমি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছ; অমনি শীতল বাতাস তোমাকে ব্যজন করিতে লাগিল, সুমিষ্ট সলিল তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিল, ও সুস্বাদু খাদ্য তোমার ক্ষুধা দূর করিল। তৎপরে শ্রমহারিণী নিদ্রা আসিয়া তোমার

সকল ক্লেশ অপহরণ করতঃ তোমাকে নূতন বল ও নূতন উৎসাহ প্রদান করিল।

আবার দেখ, সংসারের লোক তোমাকে ভালবাসে কেন? যখন তোমার হৃদয়ে কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন বন্ধু আসিয়া তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন কেন? মাতা আসিয়া তোমার অশ্রু মোচন করেন কেন? মনুষ্যের হৃদয়ে এই ভাল বাসার প্রবৃত্তি কে প্রদান করিল? সকলই তিনি দিয়াছেন। তিনি অনন্ত প্রেমের চিরপ্রস্রবণ। তিনি ভালবাসেন বলিয়াই চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে প্রাণ প্রফুল্ল, পক্ষীর স্বরে হৃদয় মুগ্ধ, পুষ্পের সুগন্ধে নাসিকা তৃপ্ত, আর মিষ্ট ভাষায় শ্রবণ সুখিত হয়। তিনি ভালবাসেন বলিয়াই মানুষের মুখে হাস্যের উদয় হয়। ভাবিয়া দেখ, যদি হাসিতে না পারিতে, তাহা হইলে জীবন কত দুঃখের হইত? এগুলি কি তাঁহার অপার প্রেমের পরিচয় নহে?

যাহাতে মনুষ্য তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি অনুরক্ত হয়, কৃতজ্ঞ থাকে, ও ভক্তি করে, তজ্জন্য ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে বিবেক, ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি নিচয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। এবং ঐ সকল সদ্বৃত্তির উত্তেজনার জন্য বশিষ্ঠ বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্তগণকে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতে প্রণোদিত করিয়াছেন। কবে ঐ সকল জ্ঞানী সাধুগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? কিন্তু অদ্য সহস্র সহস্র বৎসর পরে আমরা তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া প্রবুদ্ধ হইতেছি।

ঈশ্বর অপার কৃপাগুণেই হৃদয়ে আশা নাম্নী বৃত্তিটী দিয়া-

ছেন। যদি মানুষ আশা করিতে না পাইত, তাহা হইলে সে কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিত না।

পাঠক যিনি এত ভাল বাসেন, ও আমাদের জন্য এত চিন্তা করেন, যিনি ক্ষুধায় অন্ন ,তৃষ্ণায় জল, ও রোগে ঔষধ প্রদান করেন, যিনি নিরাশায় আশা, ও যন্ত্র-ণায় শান্তি বিধান করেন, যাঁহার কৃপা ব্যতীত আমরা মুহূর্ত্তকের জন্যও জীবন ধারণ করিতে পারি না, এমন কি এই প্রপঞ্চ জগৎ পর্য্যন্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরম বন্ধু কৃপাময় বিশ্বপতির চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। যে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ও তাঁহাকে মঙ্গলময় জানিয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহার কথন অমঙ্গল হয় না।

সম্পূর্ণ